45432. (7)

জয়দ্রথ নাটক।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

"বিনা পরীক্ষাং নো তত্ত্বং জ্ঞায়তে কস্যচিৎ ক্বচিৎ।
সুবর্ণদৃষ্ট্যা নো শুদ্ধিজ্ঞায়তে কর্ষণং বিনা।"

দৃষ্টান্তশতক।

ঢাকা—সুলভযন্ত্র।

১৭৮৭ শক। ৫ ই বৈশাখ।

মূল্য ।।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীঈশানচন্দ্র শীল দ্বারা মুদ্রিত।

SOUTH KENSINGTON MUSEUM.
EDUCATIONAL LIBRARY.
FROM THE
COLLECTION OF INDIAN
PUBLICATIONS
SENT TO
THE PARIS EXHIBITION OF 1867.
GIVEN BY
THE COMMISSIONERS FOR INDIA.

গ্রন্থার্পণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীকান্ত দাস
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনম্

কাব্যানুরাগি মহোদয়! আপনি উৎসাহ-সলিল সেক করিয়া এতদিন যে মদীয় কল্পনালতাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কল্পনালতায় এই এক কাব্য-কুসুম বিকসিত হইয়াছে। অতএব ইহা আপনাকেই উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল। ইহা এমন সুরভিপরিমল পূর্ণ নহে, যে আপনার বিনোদ-বিধান করিতে পারে, তবে স্বরক্ষিত লতার কুসুম বলিয়া যদি গ্রহণ করেন, তবেই কৃতার্থ হই। অধিক কি?

ঢাকা বাবুরবাজার।
২৫ শে চৈত্র। ১২৭১।

আশ্রিত
শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।

গ্রন্থকারের বক্তব্য।

জয়দ্রথ নাটক প্রচারিত হইল। মহাভারতীয় দ্রোণ পর্ব্বের জয়দ্রথ বধ বিষয়ক প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহার প্রণয়ন করা হইয়াছে। নাটকের সঙ্গতিসাধন নিমিত্ত মূলপ্রস্তাবের অনেকাংশ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। যদি ঈদৃশী স্বেচ্ছাচারিতা সজ্জনসমাজে দূষণীয় হয়, ক্ষমা প্রার্থনীয়।

নাটকরচনা বিষয়ে এই আমার দ্বিতীয় চেষ্টা, প্রথম চেষ্টা জানকী নাটক প্রণয়ন, যতদূর সফলা হইয়াছে, এ চেষ্টা যে তাদৃশী ফলবতী হইবে, আশা নাই। কারণ ইহাতে বাঙ্গালীসাহিত্য-পাঠকদিগের চিরপ্রিয় আদিরসের প্রাদুর্ভাব নাই——ইহাতে না আছে, উদরপরায়ণ বিদূষক, না আছে, স্মরদশাকাতরা, ক্ষীণাঙ্গী নবানুরাগিণী নায়িকার প্রতিরূপ, না আছে অজিতেন্দ্রিয় নায়কের ধৃষ্টতা! ইহার অভিনেয় ব্যক্তিবর্গের বিচিত্রস্বভাব, কেহ বা ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ, কেহ বা কুটিল অধার্ম্মিক, কেহ বা বিষকুম্ভপয়োমুখ, কেহ যুদ্ধপ্রিয়, কেহ একান্ত ভীরুস্বভাব কেহ প্রকৃত বীর্য্য, শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য গুণে অলঙ্কৃত।

ইহার নায়িকাদিগের স্বভাব বঙ্গীয় মহিলাদিগের বশ্বাস্যই নহে। কারণ, ইহারা স্ত্রীজাতীমাত্রকে ভী-রুস্বভাবা, পরাধীনা, বুঝিয়া থাকে। কিন্তু ইহার নায়িকাদিগের তদ্বিপরীত গুণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাঁরা ধর্ম্মপরায়ণা, বীর্য্যবতী, শোকের প্রকৃত কারণ ব্যতীত, একবিন্দুও অশ্রুপাত করিয়া আপনাদিগের হীনবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। বরঞ্চ স্ত্রিলোকদিগের শোক, দুঃখ বিপদের সময় কেমন সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, পতিভক্তি, তথা ঈশ্বরে একাগ্রতা দে-খাইতে হয়, ইহার নায়িকাদিগের স্বভাব পরম্পরা দ্বারা তাহাই প্রতিভাসিত করিতে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে, কৃতার্থতা কত দূরবর্ত্তিনী রহিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা বলিতে অক্ষম।

যদি নায়িকাদিগের এতদ্রূপ মহৎগুণগ্রামের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে একটী মহিলার মনোমন্দিরে উল্লিখিত গুণাবলীর কিঞ্চিন্মাত্রও আবির্ভাব লক্ষিত হয়, গ্রন্থকার আপনাকে সফলযত্ন বিবেচনা করিবে।

ঢাকা বাবুর বাজার। }
১২৭১। ২০ চৈত্র। }

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।

বর্ণিত ব্যক্তিগণ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব। পঞ্চ-পাণ্ডব।

ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ, দুর্য্যোধনের পিতা।

দুর্য্যোধন, কৌরব-রাজ।

দুঃশাসন, রাজানুজ।

কর্ণ, রাজসখা, সূতপুত্র।

দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ প্রভৃতি কৌরবদিগের যোদ্ধৃগণ।

অভিমন্যু, অর্জ্জুনের পুত্র।

কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সখা।

সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, ঘটোৎকচ প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের যোদ্ধৃগণ।

সারথি, বীরপুরুষ বৈদ্য ইত্যাদি।

কুন্তী, পাণ্ডবদের মাতা।

দ্রৌপদী, পাণ্ডবদের মহিষী।

সুভদ্রা, অর্জ্জুনের স্ত্রী।

উত্তরা, অভিমন্যুর স্ত্রী।

হিড়িম্বা, ভীমের স্ত্রী।

ভানুমতী, দুর্য্যোধনের স্ত্রী।

রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের স্ত্রিগণ।

বাসন্তিকা, মধুকরিকা, উত্তরার সখীদ্বয়।

পরিচারিকা, ইত্যাদি।

জয়দ্রথ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—রাজপ্রাসাদ।

ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদূর উপস্থিত।

ধৃতরাষ্ট্র। অহে সঞ্জয়, বিধাতা আমাকে অন্ধ করেছেন, কিন্তু তোমার গুণে চক্ষুষ্মান হয়েছি, কোথায় হস্তিনা আর কোথায় কুরুক্ষেত্র! ভগবান দ্বৈপায়নের প্রসাদে তুমি কুরুক্ষেত্রের সমুদয় ঘটনা করামলকের মত দেক্তে পাচ্চো, বল দেখি, আমার পুত্রেরা এখন কি কর্চ্চে? শূরচূড়ামণি ভীষ্মই না এখন কৌরব-সেনাপতি?

সঞ্জয়। দেব, আপনার সন্তানদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য——"

ধৃত। (সভয়ে) কেমন? কোন অনিষ্ট হয়েছে না কি?

বিদুর। (স্বগত) ক্রুরলোকের অনিষ্ট বই ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা কি?

সঞ্জয়। অনিষ্ট কি! ভরতকুল-প্রদীপ শূর-চূড়ামণি ভীষ্মদেব আজ শরশয্যাশায়িত হলেন।

বিদুর। কি মহাবীর ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের যুদ্ধে পরাভুত হলেন!——হা ভীষ্ম!—হা বীর চূড়ামণি!

ধৃত। (সক্ষোভে) সঞ্জয়, কৌরব-ভরসা-ভীষ্মদেব যথার্থই প্রাণত্যাগ কল্লেন?——হা পিতামহ!——হা ত্রিলোকবিজয়ী!

[রোদন।

সঞ্জয়। দেব, তিনি এখনো প্রাণত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাঁর——"

ধৃত। (সহ্লাদে) তিনি বেঁচে আছেন, হাঁ হে সঞ্জয়, বেঁচে আছেন? (বিদুরের প্রতি)

বিদুর, তুমি না এখনি ভীষ্মদেব পাণ্ডব-যুদ্ধে নিহত হয়েছেন বল্যে রোদন কল্লে? না, না, বিশেষ না জেনে তোমার তুল্য লোকের আ-গেই এমন অমঙ্গল সূচনা করা উচিত নয়। পিতামহ ত্রিলোকবিজয়ী, পাণ্ডবদের সাধ্য কি তাঁকে পরাজয় করে?

সঞ্জয়। দেব, পিতামহকে পাণ্ডবেরা পরাজয় কর্য্যে নাই, দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডীই তাঁকে শর-শয্যাশায়ী করেছেন, তিনি বেঁচে আছেন মাত্র, কিন্তু তাঁর আর ধনুর্দ্ধারণের শক্তি নাই।

ধৃত। (সবিষাদে) বল কি!!—শিবারি হস্তে সিংহের অপমান!!—সঞ্জয়, এ যে অ-সম্ভব কথা!

বিদুর। পাণ্ডবদের সকলি অলৌকিক কাণ্ড।

ধৃত। (ব্যথিত হৃদয়ে) হা শূর-চূড়া-মণি!—হা ত্রিলোকবিজয়ী! তা তুমিও পাণ্ডবদের—শিশুদের সংগ্রামে অশক্ত হলে! হা পিতামহ! তোমার অগুরুচন্দনরসাভিষি-

ক্ত পবিত্র শরীর এখন সমরক্ষেত্রে ধূলা ধূসরিত হলো।——হা দৈব!

বিদুর। হা ধর্ম্মের আশ্রয় ভীষ্মদেব! আর তোমার চরণপদ্ম দেখতে পেলেম না!

[রোদন।

সঞ্জয়। দেব, তেমন ধর্ম্মজ্ঞ শূর-কুলশিখরকে কার সাধ্য ধরাশায়ী করে? ভীষ্মদেব, শরেং শয্যা প্রস্তুত করে্য, যেমন জন্ম-শয্যায় কার্ত্তিকেয় শয়ন করে্যছিলেন, সেইরূপ শয়ন কল্লেন! চারিদিকে হাহাকার শব্দ উঠ্‌লো!

ধৃত। পাণ্ডবেরা আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান!

সঞ্জয়। না, না, ভীষ্মদেবের এই শোচনীয় দশায় কৌরব পাণ্ডবদের সমান শোকানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে! কুরুক্ষেত্রে একজনেরও শুষ্কচক্ষু নাই, সকলেরই হৃদয় শোক দুঃখে সমাকুল!

বিদুর। ভীষ্মদেব সকলের প্রিয় ছিলেন, তাঁকে শরশয্যাশায়ী দেখে ধৈর্য্যধারণ করে্য থাকতে পারে এমন, পাষাণহৃদয় কে আছে?

সঞ্জয়। (হঠাৎ) সাধু অর্জ্জুন! অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর!

ধৃত। (ব্যথিতচিত্তে) এসময় ভীষ্মের জন্য শোক করাই আমাদের উচিত! ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ দেওয়া উচিত নয়——”

সঞ্জয়। দেব, অর্জ্জুন এখন এমন এক অলৌকিক কাজ কল্লেন যে তাঁকে সাধুবাদ না দিয়া কোন মতেই নির্ব্বাক থাক্তে পারা যায় না, সেই কার্য্য এমনি বিস্ময়কর যে অর্জ্জুনের চিরশত্রুরাও তাতে প্রশংসা না করে্য পারেনা।

বিদুর। কি অলৌকিক কার্য্য?

সঞ্জয়। শূরচূড়ামণি ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হয়েছেন, কৌরব পাণ্ডব সৈন্যে তার চারিদিক বেষ্টিত। ভীষ্ম সেই ক্ষত্রিয় মণ্ডলির মধ্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করে্য বল্লেন “পার্থ! শরজালের বিষমবিষে আমার শরীর দগ্ধ হচ্যে; গ্রন্থী সকল শিথিল হয়ে পড়চে; জিহ্বা, ওষ্ঠ, শুষ্ক হচ্যে, আমি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়েছি, তা তুমিই আমার

প্রার্থনার যোগ্য, এই সময় আমাকে সুশী-তল সলিল পান করায়ে পরিতৃপ্ত কর।”

ধৃত। তার পর?

সঞ্জয়। এই কথা বলামাত্রই অর্জ্জুন ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করে্য পৃথিবীতে এক শর নিক্ষেপ কল্লেন, শর একবারে পাতালতলে প্রবিষ্ট হল! শরপ্রবেশের পথে ভোগবতী-গঙ্গার নির্ম্মল সলিলধার নির্গত হয়ে, পূর্ব্বে গ-ঙ্গাদেবী যেমন স্তন্য পান করায়ে তৃপ্ত করে্যছিলেন, সেইরূপ ভীষ্মদেবকে পরিতৃপ্ত কল্লেন। শূরচূড়ামণি ভীষ্ম সেই পবিত্র সুশীতল বারি-পানে তৃপ্ত হয়ে, অর্জ্জুনকে বারম্বার সাধুবাদ দিতে লাগ্‌লেন। চতুর্দ্দিক হতে ক্ষত্রিয়গণের ——কি স্বপক্ষের কি বিপক্ষের——সাধুবাদ—ধন্যবাদ শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। সকলে বিস্ময়াপন্ন।

ধৃত। (সবিষাদে) হাঁ, এটী অর্জ্জুনের সাধুবাদের যোগ্য কার্য্যই হয়েছে।——সঞ্জয়, অর্জ্জুন এমন সাধুবাদের কার্য্য আরো অসংখ্য কর্ত্তে পার্ব্বে। কিন্তু ভীষ্মদেব আর শরশয্যা

হতে গাত্রোত্থান কর্ব্বেন না! আর বীরত্ব প্রকাশ কর্ব্বেন না!

বিদুর। তার পর, কি হলো?

সঞ্জয়। তার পর ভীষ্মদেব, ভোগবতীর নীরপান করে্য একটু বাক্‌শক্তি লাভ কল্লেন, তাঁর হৃদয়বেদনার একটু শান্তি হল, তখন তিনি দুর্য্যোধন আর যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে ডাক্‌লেন, তাঁরা উভয়েই ভীষ্মদেবকে বন্দনা করে্য সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন।

ধৃত। তার পর কি হলো?

সঞ্জয়। তার পর, ভীষ্মদেব কুরুপতি দুর্য্যোধনকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করে্য বল্‌তে লাগ্‌লেন "দুর্য্যোধন! আমি পূর্ব্বেও তোমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে বারম্বার সন্ধি কর্ত্তে বলেছি, —আজও আবার সেই প্রস্তাব কচ্চি,—এই দেখ, আমি শরশয্যায় শয়ন কল্লাম,—সূর্য্যদেব দক্ষিণ অয়নে গমন কল্লেই আমি এই ভঙ্গুরদেহ পরিত্যাগ কর্ব্বো, তা কুরুরাজ, যদি এ সময়—আমার এই চরম সময় তোমরা

ভাইয়ে ভাইয়ে সন্ধি কর, আমি অত্যন্ত প্রীত হই।——"

বিদুর। (ব্যগ্রহয়ে) তার পর।

ধৃত। এই প্রস্তাবে আমার দুর্য্যোধন কি বল্লে?

সঞ্জয়। কুরুরাজ, নির্ব্বাক হয়ে রইলেন ভীষ্মদেব আবার বলতে আরম্ভ কল্লেন, "দুর্য্যোধন, আত্মকলহ ভাল নয়, বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা ধর্ম্মবলে বলিষ্ঠ, তাতে ভগবান বাসুদেব পাণ্ডবদের প্রবলসহায়, যাঁর সহায়তায় দেবরাজ নিষ্কণ্টকে স্বর্গরাজ্য ভোগ কচ্চেন—

ধৃত। হাঁ, কৃষ্ণত পাণ্ডবদের প্রধান সহাই—তার পর।

বিদুর। ঈশ্বর ধার্ম্মিকদের চিরকালই সহায়তা করেন——তার পর?

সঞ্জয়। তার পর ভীষ্মদেব বল্লেন "দুর্য্যোধন, তুমি কোনমতেই পাণ্ডবদের যুদ্ধে জয়লাভ কর্ত্তে পার্ব্বেনা, তা বৎস! যুধিষ্ঠিরের কোপাগ্নিতে তোমার সমুদয়সৈন্য ভস্মীভূত না হতে—ভীমের গদাঘাতে তোমার সহোদর

দের অস্থীচূর্ণীকৃত না হতে——অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের শোণিতধারায় বসুন্ধরা দূষিত না হতেই, তুমি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে——আপনার ভ্রাতার সঙ্গে সৌহার্দ্দ কর। হে কুরুকুলপ্রদীপ, এখন তোমার পক্ষে সন্ধিই মঙ্গলকর। আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে, এখন বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, হিতকরবাক্য গ্রহণ কর, আমার মৃত্যুতেই তোমাদের সন্ধি হোক্, তোমাদের বিগ্রহ শান্তি লাভ করুক, তোমার অবশিষ্টজ্ঞাতিরা জীবিত থাকুন।„ ভীষ্মদেব এই পর্য্যন্ত বল্যেই যুধিষ্ঠির বল্লেন “পিতামহ, আমি এখনও পাঁচখানী গ্রাম লইয়ে সন্ধিকর্ত্তে সন্মত আছি।

বিদুর। সাধু যুধিষ্ঠির! তোমার ধর্ম্মরাজ নাম সার্থক।

ধৃত। (ব্যথিতচিত্তে) এ প্রস্তাবে আমার দুর্য্যোধন কি বল্লে?

সঞ্জয়। কুরুরাজ আর কি বলবেন, বল্লেন “আর্য্য! যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আপনার তুল্য বীররত্ন হারালেম, তখন আর সন্ধি কি? আমি যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি, প্রাণ থাক্তে

বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও দেব না। ইহাতে যদি সবংশে—সবান্ধবে—সসৈন্যে নিহত হই, তাহাও আমার শ্রেয়; আমি সন্ধিতে কোন মতেই অনুমোদন কর্ত্তে পারি না।

বিদুর। দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধি।

ধৃত। বিদুর, যাই বল, দুর্য্যোধন যথার্থ বীরপুরুষের মত কথা বলেছে।

বিদুর। আপনি নিতান্ত ভ্রান্ত হয়েছেন, দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত একটী মুক্ত হারালে কি কেউ স্বহস্তে সমুদয় হার ছেদন করে? একজন বিনষ্ট হলে যদি বংশ রক্ষা হয়, তাতে কোন্ বুদ্ধিমান না অনুমোদন করেন?

ধৃত। হাঁ তাত বটেই, এখনো সন্ধি করা উচিত।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। দেব, অন্তঃপুরে আসুন, কুরুক্ষেত্রের ভয়ানক সমর আর ভীষ্মদেবের শরসয্যা শয়নের সংবাদ শুনে, অন্তঃপুরের সকলেই অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছেন।

ধৃত। আঁ্যা, কি বল্লে! চল যাই—ভাই

বিদুর, চল, সকলকে সান্ত্বনা করিগে। হস্তিনাত শোকসিন্ধুতে নিমজ্জিত হল, এখন একে কতদিক দিয়ে কত তরঙ্গের আঘাত সহ্য কর্ত্তে হবে, তার সংখ্যা কি ?

সঞ্জয়। হাঁ চলুন। [সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা—উত্তরার গৃহ।

(উত্তরা এবং সখীদ্বয়ের প্রবেশ।)

বাসন্তীকা। দেবি, স্বপনে কে কি না দেখে——"

মধুকরিকা। তা বই কি, যুবরাজ ভাল আছেন, তার সন্দেহ নাই।

উত্তরা। না সখি, মন বড় কাতর হয়েচে, কি জানি কেমনই কচ্চে। একবার প্রাণবল্লভকে না দেখলে আর মন স্থির হয় না।

বাস। না হয়, কুরুক্ষেত্রে একজন দূত পাঠিয়ে দেওয়া যাক, কি বল ?

উত্তরা। আমি আর কি বোলবো, তোমরা যা ভাল বোঝ, তাই করো। চকোরার কি চন্দ্রমা দেখতে অসাধ ?

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। যুবরাজ অভিমন্যু আসচেন।

বাস। সত্যি ?

মধু। বাঁচলেম, চাতকী তৃষিতা হয়ে জলধারা প্রার্থনা কল্লে, অমনি নবঘন উদিত হল। (অভিমন্যুর প্রবেশ) যুবরাজের জয় হোক।

[উত্তরার গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্ভাষণ চেষ্টা।

অভিমন্যু। (উত্তরার হস্তধারণপূর্ব্বক) প্রিয়ে, তুমি গর্ভভারে অলসাঙ্গী, উঠ্‌তে বস্‌তে তোমার অল্প ক্লেশ হয় না—তা আবার ক্লেশ স্বীকারে প্রয়োজন নাই, এতেই আমার যথেষ্ট সম্মাননা করা হয়েছে।

[একাশনে উপবেশন।

বাস। যুবরাজ কুশল ?

অভি। হাঁ সখি, কুশলই বলতে হবে. কৌরবদের প্রধানসহায় ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করেছেন, এখন দ্রোণগুরু কৌরবদের সেনাপতি হয়েছেন, তুমুল সংগ্রাম হচ্চে। তা গতরাত্রিতে মনটা বড় তোমাদিগে দেখবার জন্যে কাতর হয়েছিল, তাই আজ একবার এ লাম।

মধু। বেশ করেচেন, মধ্যে২ আমাদি গে এই প্রকার আশ্বাস দে যাবেন—

বাস। আপনিও যেমন গতরাত্রিতে আমাদিগে মনে করে্য কাতর হয়েছিলেন, আমাদের দেবীও তেমনি এক স্বপন দেখে ভাবনায় বড় অস্থির হয়ে পড়েচেন।

অভি। (সপ্রেমে) প্রিয়ে, ভয় কি? ধর্ম্মই আমাদের প্রধানসহায়, তিনিই আমা-দিগে শত্রুর শাণিতশর হতে রক্ষা করবেন। তুমি একটুও ভয় করোনা, বীরপত্নীর এ ধর্ম্মই নয়।

উত্তরা। নাথ, আজ বিকেলবেলায়

আমার একটু নিদ্রা হয়েছিল, তা সেই সময় একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি——

অভি। কি স্বপ্ন বল না ? বিবেচনা করে৷ দেখি, অমঙ্গলসূচক কি না ?

উত্তরা। সে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলতে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে।

অভি। (হস্ত ধারণপূর্ব্বক) ভীরু ! বল ভয় কি ?

বাস। বল না, স্বপন দেখেই কি এমন অস্থির হতে হয় ? ও মা এ কি ! এত কেন !

মধু। তাইত, তুফোন দেখেই কি হাল ছেড়ে দিতে হয় ? যুবরাজ এত করে৷ বোলচেন !

বাস। নাথ, আমি শুয়ে রয়েছি, তা স্বপনে দেখি কি একাকিনী যেন এক মনোহর উপবনে গিয়েচি।——তা আমিত এক দিনও তোমা ছাড়া বাগানে যাই নাই ——

অভি। (সহাস্যে) তা যাও নাই সত্য, স্বপ্নে যাওয়া এমন আশ্চর্য্য কি ?——তার পর

উত্তরা। তারপর, দেখি সেই বাগানের ...ধ্য বড় একটা প্রকাণ্ড শালগাছের উপর-ডালে কপোতদম্পতী বাসা করে রয়েছে। কপোতী গর্ভবতী—— [লজ্জায় নিস্তব্ধ।

অভি। (করগ্রহণ পূর্ব্বক) অয়ি স-রলে বল, লজ্জা কি? আমার কাছেও কি তো-মার লজ্জা কর্ত্তে হবে?

উত্তরা। নাথ, এর পরের কথাটী মনে পড়লে আমার আর কথা সারে না, প্রাণ কেঁদে ওঠে।

অভি। বল, প্রিয়ে এত কাতরা হও কেন? এত সপ্ন বই যথার্থ নয়?

উত্তরা। সেই কপোতীর স্বামী শালগা-ছের শাখায় বসে গর্ভিণী প্রেয়সীর পানে প্রেম-পূর্ণ-চক্ষে দেখতে লেগেছে, আর প্রিয়তমা শাবকপ্রসব কল্লে তাদিগে নিয়ে কেমন আমোদ আহ্লাদ কর্ব্বে, তাই চিন্তা ...র্য সুখ অনুভব কচ্চে, এমন সময়, এক সেই কপোতকে লক্ষ্য করে একটা বাণ

অভি। তার পর ?

উত্তরা। কিন্তু সেই বাণে কপোতের কিছুই হলনা, তা দেখে একেং আর ছ জন ব্যাধ এসে জুটলো, সকলেই সেই কপোতকে প্রাণে মারতে উদ্যত। কিন্তু কপোত প্রেয়সীকে পরিত্যাগ করে কেবল আপনার প্রাণের মমতায় সেখান হতে উড়ে গেল না।

অভি। প্রেম এম্‌নি পদার্থ ! পশু-পক্ষীরাও প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে রয়েছে।

উত্তরা। কিন্তু দৈবের কেমন ঘটনা, ছজন ব্যাধই একেং কতশত শরক্ষেপ কল্লে, একটিও কপোতকে স্পর্শ কর্ত্তে পাল্লে না।

বাস। দৈবের ঘটনাই এমনি। তার পর ?

উত্তরা। তার পর, ছজন ব্যাধ না কুপিত হয়ে, একবারে শর চালাতে লাগল, কতক্ষণ পর একটি বিষময় বাণের আঘাতে কপোতবর প্রাণত্যাগ কল্লে, কপোতী কেঁদে উঠলো, অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল।

অভি। (সহাসে) তা প্রিয়ে, এ স্বপ্ন

নের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি ? আর অমঙ্গ-লের শঙ্কাই বা কি ?

বাস। না, তা, নাই বটে, তবে কি না কৌরবেরা অন্যায়যুদ্ধে বিলক্ষণ মূর্ত্তিমান ! পাছে আপনাকে স্বপনে দেখা কপোতের মত ছজনে মিলে একবারে আক্রমণ করে, দেবীর এই ভয়।

অভি। কৌরবেরা ছজন কেন, শতজনে যদি একবারে আক্রমণ করে তবুও অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে পরাভূত কর্ত্তে পার্ব্বে না। সখি, একশত শৃগাল সিংহকে একবারে আ-ক্রমণ করেও কিছু কত্তে পারেনা। (উত্তরার প্রতি) ভীরু, এই জন্য এত ভীত হয়েছ ! তুমি কি পাণ্ডবদের বাহুবল বিস্মৃত হয়েছ ? দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর।

সখিদ্বয়। আমরাও ত তাই বলচি।

অভি। সখি, তোমাদের আর ও চি-ন্তায় কাজ নাই। যাই আমি জননীকে সম্ভা ষণা করে আসিগে, তোমরা বীণার সুর বাঁধ,

আমি এসে গান শুনবো, গান শুনলে তোমাদের দেবীর উদ্বিগ্নমনও সুস্থির হবে।

সখিদ্বয়। যে আজ্ঞা, আসুন তবে রাত প্রায় একপর হল।

[অভিমন্যুর প্রস্থান।

বাস। (বীণা লইয়া) দেবী, তোমাকেও গাইতে হবে।

[সুর মিলান।

মধু। একথা কি বলার অপেক্ষারাখে? বসন্তদেব উদিত হলে কোকিলাকে কি গান কত্তে বলতে হয়?

বাস। (বীণার সুর বাঁধিয়া বাদনপূর্ব্বক) কেমন হয়েছে না?

উত্তরা। হাঁ হয়েছে, বাজাও দেখি, বাহার বাজাবে না বসন্ত?

মধু। না, না, বেহাগ।

বাস। ক্ষেতি নাই, যুবরাজের আসতে বিলম্ব আছে। [বীণা বাদন।

কিঞ্চিৎ পরে অভিমন্যুর পুনঃ প্রবেশ

অভি। বেশ বাজাচ্ছ। হবে না কেন?

গুরু ভাল হলে শিষ্যও ভাল হয়। আচ্ছা এখন গান গাও দেখি, আমি বীণা নেই।

[বীণা গ্রহণ।

বাস। সখি, তুইও গাস ভাই।

মধু। আচ্ছা গা না।

বাস। গীত।

রাগিণী বেহাগ।

তাল মধ্যমানের ঠেকা।

সাধে কি প্রেমিকজনে, সমাদরে প্রেমধনে?
প্রেমের মতন প্রিয় কি আছে এ ত্রিভুবনে?
প্রেম পীযূসের রসে, যার মন নাহি রসে,
নিরদয় নিঠুর সে, কে আদরে সেই জনে?
প্রেম পীযূষের তার, যে পেয়েছে একবার
সুধা পানে আর তার, বাসনা কি হয় মনে?

দ্বিতীয়া। এখন যুবরাজকে গাইতেহবে।

অভি। আচ্ছা (উত্তরার প্রতি) প্রিয়ে, তবে তুমি বীণাটা নাও।

[উত্তরার বীণা গ্রহণ ও বাদন।

অভি। গান।

রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়া।

হে মাধবীলতা, বল কত দিনে আর ?
মধুর মুকুল বর ফুটিবে তোমার।
মধুকর প্রতিক্ষণ, সেদিন করে গণন,
সুখের দিন তেমন আর নাই তার।
ঋতুরাজ প্রকাশিবে, তব মুকুল ফুটিবে,
কবে সেদিন আসিবে, কত বাকী তার ?

সখিদ্বয়। সে সুখের দিন আর বড় দূরে নেই। (একের শরীরে অন্যের হাসিয়া পতন) আপনি শীঘ্রই পুত্রমুখ দেখে সুখী হবেন, আমরা দেবতার কাছে মানাচ্চি।

উত্তরা। সখি, তোরা কোন্ কথায় কোন্ কথা তুলচিস। উনিও যেমন তোরাও তেমন! তাল মিলেচে, গান গাবি না কি গা।

প্রথমা। আর গাব কি, রাত অনেক হয়েচে না? (আকাশে দৃষ্টী পুর্ব্বক) হাঁ এই যে ভগবান সুধাকর গগণের মধ্যস্থলে শোভা পাচ্চেন, তার চারিধারে নক্ষত্র সব জ্যোতি

প্রকাশ কচ্চে। বোধ হচ্চে যেন কালিন্দীর জলে শ্বেতপদ্ম সকল ফুটে রয়েছে। না এখন আপনারা নিদ্রাসুখ অনুভব করুন। আমরা চল্লেম।

[সখিদ্বয়ের প্রস্থান।

অভি। প্রিয়ে, চল আমরাও শয়ন মন্দিরে যেয়ে শয়ন করিগে। নিদ্রাবেশে তোমার কমলচক্ষু দুটি একবার মুদিত, একবার বিকশিত হচ্চে।

উত্তরা। হাঁ চলুন, বড় আলিস্যি বোধ হচ্চে। [উভয়ের শয়ন মন্দিরে গমন।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র——প্রান্তভাগ। দূত একাকী।

দূত। (যাইতে২ স্বগত) না, মনে করেছিলাম, মহাবীর ভীষ্মদেব যখন শর-শয্যায় শয়ন কল্যেন, তখন আর কুরুরাজ সংগ্রাম কত্তে সাহস পাবেন না। তা কই, দিন দিন ইত সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠ্‌চে। ভীষ্মদেবের শরশয্যায় কৌরবদের সাহসের হ্রাস হবে কি, বরঞ্চ আরো বৃদ্ধি হয়েছে! এখন দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি। ইনি যদিও জাতিতে ব্রাহ্মণ, তবু যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ বিশারদ। হবে না কেন, ইনি হচ্চেন একজন প্রধান শস্ত্রগুরু। তা যা হোক, আমাদিগের ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য হলেও বল, বিক্রমে, কি অস্ত্রে শস্ত্রে আচার্য্য অপেক্ষা মন্দ নন। কিন্তু দ্রোণের শর সম্মুখে আর২ যোদ্ধার দাঁড়ান

ভাল্ল! ভীম—যিনি অদ্বিতীয় কৃতান্ত বল্যে প্রসিদ্ধ, তিনিও দ্রোণগুরুর শস্ত্রমুখে, আর তিষ্ঠিতে পাচ্চেন না। বিশেষতঃ গুরু যে ব্যূহ চক্র করে্য যুদ্ধারম্ভ করেছেন, এ ব্যূহভেদ করে্য সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করা—যুদ্ধ করা যার তার কর্ম্ম নয়। আমাদের পক্ষে কতশত যোদ্ধা রয়েছেন, কই কেহইত এই ব্যূহভেদ কত্তে সাহস পাচ্চেন না। হাঁ যদি সংসপ্তকের সঙ্গে বীরচূড়ামণি ধনঞ্জয় সংগ্রাম কর্ত্তে না যেতেন, তবে আচার্য্য ঠাকুরের এ কৌশল খাট্তো না। যাহোক ধর্ম্মরাজ আদেশ কল্লেন, যাই, কুমার অভিমন্যুকে বলিগে। শুনেছি, কুমার না কি ব্যূহভেদ কত্তে জানেন। জানাও আশ্চর্য্য নয়, শূরশিরোমণি অর্জ্জুনের সন্তান কি না! (কয়েকপদ গমনপূর্ব্বক অদূরে অভিমন্যুকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে কুমার সসজ্জ হয়ে আসচেন, বোধ হয় যেন পাণ্ডবদের সহায়তা করবার জন্যে স্বয়ং কুমার কৈলাস পরিত্যাগ করে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হচ্চেন। (অভিমন্যু নিকটস্থ হইলে) কুমারের জয় হউক

অভি। (ব্যগ্র হইয়া) বিনয়ন্ধর! সংবাদ কি?

দূত। কুমার, দৈত্যদল অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে; দেবগণ সসজ্জ হয়ে কেবল কুমারের আগমন অপেক্ষা কচ্চেন।

অভি। (সহাসে) বিনয়ন্ধর! যদি ধর্ম্ম সহায় থাকেন, তবে দৈত্যদল অচিরেই মৃত্যুশয্যায় শয়ন কর্ব্বে; সন্দেহ নাই।

নেপথ্যে কুরুসৈন্যের ভয়ানক হুহুঙ্কার শব্দ এবং আহ্লাদসূচক বাদ্য।

অভি। ই! কৌরবেরা দেখি বড় আনন্দ প্রকাশ কচ্চেন! কেন পাণ্ডবপক্ষীয়ের কি কেহ পরাভূত হলেন?

দূত। কুমার, দ্রোণগুরু ব্যূহরচনা করে্য যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করেছেন, পাণ্ডবদের পক্ষে ব্যূহভেদ কর্ত্তে পারেন, এমন বীর অল্পই আছেন। শূরচূড়ামণি ধনঞ্জয় সংসপ্তকের সংগ্রামে গিয়াছেন——,,

অভি। (ভ্রুভঙ্গী পূর্ব্বক) তাই কি? কৌরবেরা কি মনে করে যে এই ব্যূহযুদ্ধ কৌ-

শলেই পাণ্ডবদিগে পরাজয় কর্ব্বেন। দুর্ব্বুদ্ধি আর কি! তাঁরা জানেন না এখানে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু বর্ত্তমান আছে?

দূত। তার সন্দেহ কি? ধর্ম্মরাজ বলেছেন; "বিনয়ন্ধর! তুমি কুমার অভিমন্যুকে বল, ব্যূহপথ পরিষ্কার করে দিলে বৃকোদর প্রভৃতি মহামহা বীর সকল ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে কৌরবসৈন্য সংহার কর্ব্বে———"

অভি। দেখ বিনয়ন্ধর! জেঠামহাশয় আমাকে সর্ব্বদাই স্নেহেরচক্ষে বালক দেখেন, আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে তাঁর আর ভাবনার সীমা থাকেনা, তিনি গুরুজন, আর স্নেহও নীচগামী, তাঁর এরূপ স্নেহকাতর হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু কৌরবেরা আমাদের চিরশত্রু, তা আমি প্রাণপণে যে কৌরবদের বলক্ষয় কত্তে প্রয়াস পাবো, একথা বলা বাহুল্য। (ধনুষ্টঙ্কার পূর্ব্বক) দেখ, সাক্ষাৎ শমনের জিহ্বা স্বরূপ এই আমার শাণিতশর কৌরবদের শোণিত পান করবার জন্যে লালায়িত হয়ে রয়ে

ছে। ফলতঃ বিনয়ন্ধর, আজ আমি পিতার ন্যায় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুদিগের সঙ্কট উপস্থিত কর্ব্বো।

দূত। হা চলুন, ধর্ম্মরাজ কুণ্ঠিত আছেন।

উভয়ের প্রস্থান।

বাণবিদ্ধ-শরীর ধুরন্ধর নামক একজন সৈনিক পুরুষ এবং একজন ভীষকের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। ওহে, আমার শরীরহতে বাণের ফলা গুলো খুলে পটী বেঁধে দাওত (রণক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দ) উঃ! আজ কি প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে। বৈদ্যরাজ, যদিও অজস্র রুধির ধারা নির্গত হওয়াতে আমার শরীরে রক্তের তেমন জোর নাই, তবু যে রক্তটুকী আছে, কৌরবদের হুঙ্কার শুনে তাই উষ্ণ হয়ে উঠ্ছে। দেখ দেখ, এই যে বাণেং ক্ষত বিক্ষত শরীর হয়েছি, তবুও সেই সকল বাণের প্রবেশ পথ দিয়ে রুধির ধারা কেমন বেগে বার হচ্চে। (যুদ্ধস্থলে রণবাদ্য) বৈদ্য! দাও দাও, এই উৎসাহবর্দ্ধক মধুর বাদ্য শুনে

কি আর আমি তিষ্ঠিতে পারি? ওহে, ডমরু ধ্বনি শুনে ভূজঙ্গেরাও বিবর হতে বার হয়, তা আমি ক্ষত্রিয়সন্তান হয়ে—বীরপুরুষ হয়ে, প্রাণ পরিত্যাগের পূর্ব্বে কি রণস্থল পরিত্যাগ করে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি?

বৈদ্য। এই হল, (পটীবন্ধন করিতে২) ভাল শূরেন্দ্র! কুমার অভিমন্যু না দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহ ভেদ কর্‍্যে সংগ্রাম কচ্চেন?—”

ধুরন্ধর। হাঁ। তিনি ব্যূহ ভেদ কর্‍্যে একাকীই কৌরব-সৈন্য-সিন্ধুতে অবগাহন কর্চ্চেন?

বৈদ্য। একাকী!—তবেত বড় শঙ্কার বিষয়! বীর চূড়ামণি বৃকোদর, ধ্রষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর সকল তাঁর পৃষ্ঠবল হন নাই কেন?

ধুরন্ধর। বড় দৈবদুর্ঘটনা হয়ে গিয়েছে।

বৈদ্য। কেমন?

ধুরন্ধর। কুমার অভিমন্যু ব্যূহভেদ করে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হলেই, জয়দ্রথ এসে ব্যূহদ্বার অবরোধ করে ফেলেন, বৃকোদর প্রভৃতি মহামহা বীরসকল তাঁর সঙ্গে কত প্র-

কার যুদ্ধ কল্লেন, কিছুতেই তাঁকে পরাজয় করে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পাল্লেন না।”

বৈদ্য। বলেন কি! আশ্চর্য্য!—তবে এখন কুমার একাকীই কৌরব বীরপুরুষগণের সহিত সংগ্রাম কর্চ্চেন?

ধুরন্ধর। হাঁ, তারই জন্যে ধর্ম্মরাজ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়েছেন। বীরচূড়ামণি বৃকোদর নবধৃত অঙ্কুশাঘাত-ব্যথিত মত্ত মাতঙ্গের মত কৌরব সৈন্যরূপ নলবন মর্দ্দন কর্চ্চেন, আমিও কৌরবদের কতশত বীরকে ধ্বংস করে্য এলাম, [রণবাদ্য] বৈদ্য! বৈদ্য! না, আর বিলম্ব সহ্য হয় না। আমায় ছেড়ে দাও, আজ কৌরবদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। [গর্জ্জন।

বৈদ্য। হাঁ এই হল।

[সর্ব্বাঙ্গে ঔষধজল সেচন।

ধুরন্ধর। জয় জগদীশ্বর! আজ কৌরব কুল সংহার করবো। [বেগে প্রস্থান।

বৈদ্য। উঃ! ক্ষত্রিয়দের কি সাহস! আমি চমৎকৃত হয়েছি। এই যে বীরপুরুষটী গেলেন, এঁর শরীরে শোণিত মাত্র নাই, কি

আশ্চর্য্য তবু রণবাদ্য শ্রবণ মাত্র যেন উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লেন। শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—হস্ত আর শর সন্ধান কর্ত্তে পারে না,—পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয়ে আস্‌চে, এমন কি কোনঃ প্রত্যঙ্গ শত্রু-শরে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তবুও ক্ষত্রবীর রণস্থল পরিত্যাগ করে না—শত্রুসংহারের আশা ত্যাগ করেনা। ধন্য ক্ষত্রিয়দের বীরত্ব! (রণস্থলের ভয়ঙ্কর কোলাহল শব্দ শ্রবণে সভয়ে) না এস্থান যুদ্ধক্ষেত্রের অত্যন্ত নিকট, এখানে থাকা আর পরামর্শ নয়, কি জানি যদি কোন দিক থেকে কোন অস্ত্র গায়ে পড়ে, যাই শিবিরে যাই।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে গান।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালি।

কোথায় পালাইয়ে যাও অহে কুরুরাজ!
নাহি লাজ নাহি লাজ। যাতনা দিয়েছ যত,
আজ তার মনোমত, পরিশোধ দেই কর,
আর ক্ষণকাল ব্যাজ

জীবন থাকিতে গেলে ত্যজে রণ,
কোন্ লাজে ক্ষত্রিমাঝে বল দেখাবে বদন?
ক্ষত্রিয়ের একর্ম্ম উচিত নয়?
তুমি কি হে নহ ক্ষত্রিয় তনয়?
যদি পেয়ে থাক্ ভয়,
লও না এসে আশ্রয়,
ক্ষমিবেন দোষচয়;
দয়াময় ধর্ম্মরাজ।
কোথায় তোমার সখা সে কর্ণ?
পেলে তার ছেদি শরে এখনি নাসাকর্ণ;
কোথায় কুমন্ত্রী তব সে সৌবল?
দেখি সেই ধরে কত বুদ্ধি বল?
কুরুকুল-বিনাশন,
কোথা সেই দুঃশাসন,
কেন সেই অদর্শন,
সম্মুখ সংগ্রামে আজ।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কুরুক্ষেত্র। কৌরবদিগের শিবিরপ্রান্ত।
কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন এবং
দুর্য্যোধন উপস্থিত।)

দুর্য্যোধন। সখা, এখন উপায় কি বলুন, আজিত অভিমন্যু একাকীই পৃথিবীকে কৌরব শূন্য কর্‌্যে তোলে।

কর্ণ। সখা, ভীত হওয়া কি উচিত? চলুন, আবার সম্মুখসংগ্রামে যাই—

[গমনোদ্যত।

শকুনি। অঙ্গরাজ! একটু অপেক্ষা করুন, শুনুন ত! যুদ্ধেত যাবেনই, বুঝ্‌লে কি না, পূর্ব্বে একটা পরামর্শ কর্‌্যে গেলে ভাল হয় না কি?

কর্ণ। পরামর্শ এখন, সাহস আর বীরত্ব প্রকাশ——এখন জতুগৃহের যুক্তি খাট্‌বে না, পাশাখেলার যুক্তিও খাট্‌বে না——

শকুনি। না তাত খাট্‌বে না সত্য, কিন্তু যুদ্ধওত ভালরূপে খেটে উঠ্‌চে না। এই উপস্থিত, এই পলায়ন, এরূপ যুদ্ধেও ত কিছু ফল দর্শে না।

দুঃশাসন। এখন বচসার সময় নয়——

কর্ণ। (সকোপে) অহে, কর্ণের যুদ্ধে যখন কিছু ফল হবে না; তখন তোমার তুল্য লোকের যুদ্ধেও কিছু ফল দেখ্‌বে না।

দুর্য্যোধন। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিনয়ে) সখা, এখন কি আত্মকলহের সময়?

শকুনি। (স্বগত) সত্য কথায় সকলেই খেপে ওঠেন! (প্রকাশে) দেখুন না মহারাজ, আমি কি যুদ্ধ কর্ত্তে বারণ কচ্চি? তবে কিনা যখন দেখ্‌চি বড় বড় বীর সকল কুমার অভিমন্যুর শরপাত সহ্য কর্ত্তে না পেরে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে লেগেছেন, তখন কি একটা বিশেষ প-

রামর্শ কর্য্যে, সমরে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নয় ?

দুর্য্যো। তার সন্দেহ কি ? সেই যুক্তি টাই করুন না কেন ? অন্য কথার প্রয়োজন কি ?

দুঃশাসন। হাঁ মামা, আপনিত বুদ্ধে বৃহস্পতি, তা এ উপস্থিত বিপদে উপায় কি ?

শকুনি। বাপু, এসময় অন্য যুক্তির সময় নয়, এখন যুদ্ধই কর্ত্তে হবে, তবে কি না তবে কি না ?

কর্ণ। অহে, "তবে কিনা তবে কিনা টা" ছাড়্‌তে পার ? এটা তোমার বক্তৃতার রোগ নাকি, একাযাই "তবে কি না তবে কিনা।"

শকুনি। অহে, আমরা এমন বিবেচনা না করে হঠাৎ কিছু বল্‌তে পারি না। বিজ্ঞ লোকেরা কথা বিবেচনা করেই বল্যে থাকেন, বল্যে আর বিবেচনা করেন না।

দুর্য্যোধন। মামা, ক্ষমা করুন, ক্রমেই যদি ন্যায়ের বিচার করেন, তবেত আর কু-

রু সৈন্য বাঁচেনা।——এখন যাতে রক্ষা পাই, তার যুক্তি বলুন।

শকুনি। যুক্তি আর কি?——আমরাত প্রত্যেকেই অভিমন্যুকে দুচার পাচবার আক্রমণ কর্‌য়ে দেখলাম, কিছু কর্‌য়ে উঠতে পাল্লেম না, তা এখন সকলেই একবার আক্রমণ করি——

কর্ণ। (কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান পূর্ব্বক) ধর্ম্ম কি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন! ক্ষত্রিয়বীর ধর্ম্ম কি কুরুবীরদিগে পরিত্যাগ কর্‌য়ে গিয়েছেন!!

শকুনি। (স্বগত) বেটা কি ক্ষেত্রি! সূতের সন্তান! তার আবার ক্ষত্রিধর্ম্ম রক্ষা! (প্রকাশে) না, না, রাধেয়, যখন তুমি কৌরবদলে আছ, তখন কি ক্ষেত্রিধর্ম্ম এদলকে পরিত্যাগ কর্ত্তে পারেন?

কর্ণ। (সকোপে) কি ক্ষত্রাধম! তুই রাজমাতুল বল্যে আমায় বিদ্রুপ কচ্ছিস্! সকলের সঙ্গেই বাক্ চাতুরী! (ধনুষ্টঙ্কার দিয়া)

আয়, আমিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করছি না, তুই ত ক্ষত্রিয়ের বেটা ক্ষেত্রী, ক্ষত্রিদের পরম ধর্ম্মই হচ্চে যুদ্ধার্থীর সহিত যুদ্ধ করা। তা যুদ্ধং দেহি ?

শকুনি। [সভয়ে] আমি কি তা বলচি, আমি মি তা বল্‌চি—

কর্ণ। না, না তোরে আর বল্‌তে হবেনা, আজি জন্মেরমত যা বলবার বলে নে—"

[শরসন্ধান।

দুর্য্যোধন। সখা, কর কি, কর কি, (ধনুর্দ্ধারণ) এখন কি আত্মকলহের সময় ?—

দুঃশাসন। একি পীপিলিকার উপর ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ ! ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন—

কর্ণ। মহারাজ ছেড়ে দিন, ওর বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে ! ওরে প্রশ্রয় দেবেন না ! আপনি কি ওর ভরসা করেন ? ও কি কর্ব্বে ? কুমন্ত্রণা বই ওর কি আর কোন শক্তি আছে ? ও আপনার কি কর্ব্বে ? যদি পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য কর্ত্তে হয়, তা এক কর্ণ হতেই হবে।

হঠাৎ দ্রোণচার্য্য, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।

দ্রোণ। কে হে পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য কচ্চো! অস্ত্রে, না মুখে?

শকুনি। (ব্যঙ্গ করিয়া) গুরু, আর কার সাধ্য, আমাদের মহাবীর কর্ণ, পরশুরামের শিষ্য!

দ্রোণ। বটে! লক্ষ্যভেদ, গোগৃহ যুদ্ধের কথা বুঝি বিস্মৃত হয়েছেন——"

কর্ণ। (স্বগত) এই আর একজন পাণ্ডবদের তোষামুদে এলেন।

কৃপাচার্য্য। আজ যে অভিমন্যু পৃথিবীকে কৌরব শূন্য করে্য তোলে, তার উপায় কি?——পাণ্ডবশূন্য করাত দূরে থাকুক।

শকুনি। মহারাজ, তার উপায় বল্‌তে গিয়েইত আমি এই বিভ্রাটে পতিত হয়েছি।

কৃতকর্ম্মা। কেমন? কেমন? তুমি যে কাঁপতে লেগেছ——অভিমন্যু নিকটে নাই, স্থির হও।

শকুনি। মশায়, আমি অস্থির রইলাম, হানি নাই, আপনারা সুস্থির থাকতে পারলেই বাঁচি।

দুর্য্যোধন। গুরু, যুদ্ধের সংবাদ কি ?

দ্রোণ। আর সংবাদ কি ? কুল নির্মূল প্রায়, এক অভিমন্যুই অসংখ্য যোদ্ধার প্রাণ বিনষ্ট কচ্চে।

শকুনি। না নির্ম্মূল হবে না, রাধেয় আছেন!

দ্রোণ। উনিওত পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এসেছেন।

দুর্য্যোধন। গুরু! এখন উপায় কি ? আপনি জীবিত থাক্তে আমরা নির্মূল হব ? মামাত একযুক্তি বার করচেন——”

কৃপা। জতুগৃহ, পাশা খেলার মত ত নয় ?

কর্ণ। প্রায় সেইরূপই, শুনুন।

কৃত। শুনি হে, তোমার যুক্তিটাই শুনি। তুমিত আমাদের কুরুকুলেন্দ্রের বৃহস্পতি।

দুঃসাশন। (ব্যগ্রে) বলুন না মামা, বিপদের সময় বন্ধু বান্ধব সকলে মিলেই পরামর্শ করা কর্ত্তব্য।

শকুনি। বল্‌চি, তাতো বটেই। বলচি কি জানো, আমরা সকলে——কেউ একবার, কেউ দুবার, কেউ তিনবার চারবার করে্য অভিমন্যুকে আক্রমণ কল্লেম, তা বুঝলে কি না—কিছুত কর্ত্তে পাল্লেম না —— ”

দ্রোণ। তা এখন কি কর্ত্তে বল ? সন্ধি, উত্তম কথা, আমি বল্লে যুধিষ্ঠির এখনও সম্মত হবে।

কর্ণ। (স্বগত) সন্ধি হল্লে এ ব্রাহ্মণ বেচারা বেঁচে যান।

শকুনি। (মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে২) না, না বুঝলে কি না—বলছিলাম কি, এখন যে কজন প্রধান২ বীর আছি, সকলেই একত্রিত হয়ে একবারে অভিমন্যুকে আক্রমণ করি।—”

দ্রোণ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) কি ভয়ানক উপায়! হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়?

কৃপ। অহে শকুনি, এরূপ পরামর্শ তোমার মুখেই শোভা পায়, বিষধরের বদন হইতে বিষ ব্যতীত আর কি বাহির হয়?

কৃত। এটীত বীরপুরুষদের কর্ম্ম নয়, দস্যুতস্করদের কর্ম্ম, কুরুরাজ কি যুদ্ধের নিয়ম বিস্মৃত হয়েছেন?

দুর্য্যো। না, না, এবীরপুরুষের কর্ম্ম নয় বটে, কিন্তু যেস্থলে সসৈন্যে, সবান্ধবে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হতে চলেছি, সে স্থলে এরূপ উপায় অবলম্বন করা, বোধ হয় অনুচিত নয়। কারণ শাস্ত্রকারেরা বলেছেন——”

দুঃশাসন। মশায় এপথ অবলম্বন কল্লে ন্যায়পথ পরিত্যাগ কর্ত্তে হয় বটে, কিন্তু দেখুন, উত্তম পথ বাদলে পিচ্ছিল হলে, সাধুলোকেরা তা পরিহার করেও অপথে গমন করেন।

দ্রোণ। (সকোপে) তবে কি তোমাদের ইচ্ছা, এই পাপকার্য্যে আমরাও সহকারী হই?

কৃপা। কুরুরাজ, আমিত এর সঙ্গী

নই। আপনারা একশত ভাই আছেন, শকুনি আছে, আর আর বীরের সহায়তাতেই বা কার্য্য কি? এক কর্ণই সহস্র, আপনারাই আক্রমণ করুন।

কর্ণ। মশায়, আমিও এযুক্তিতে নই।

কৃত। বলেন কি কুরুরাজ! এরূপ অধর্ম্মে যদি জগতের একাধিপত্য লাভ হয়, ধার্ম্মিক বীরপুরুষেরা তাহাও গ্রহণ করেন না। আপনি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর একাধিপত্যের জন্য এমন ভয়ানক পাতকে লিপ্ত হতে চাচ্চেন! আশ্চর্য্যের বিষয়!

দুর্য্যোধন। তবে উপায় কি?——"

নেপথ্যে। ওহে সারঙ্গ! মহারাজ কোথায়? সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য কোথায়? কর্ণই বা কোথায় গেলেন? যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শমন উপস্থিত! অভিমন্যু সমুদায় সৈন্য লণ্ডভণ্ড কল্লে। তার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে এপক্ষের একজনও তিষ্ঠিতে পাচ্চেন না।

[যোদ্ধার কাকু শব্দ।

দুর্য্যোধন। ঐ শুনুন—ঐ শুনুন, কুরু-সৈন্যে হাহাকার শব্দ উঠেছে! (দ্রোণের চরণ ধারণ পূর্ব্বক) গুরু! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমি শরণাপন্ন।

দ্রোণ। আমি প্রাণদানে সম্মত আছি। যুদ্ধে চল——”

নেপথ্যে। হায় কি দুর্ঘটনা! হা বীর বৃষসেন! হা কর্ণের সর্ব্বস্বধন! হা রাণী পদ্মাবতীর নয়নানন্দ!

কর্ণ। (সবিস্ময়ে) কি বৃষসেন আমার নেই!

দুর্য্যোধন। বলে কি!

ভগ্নদূতের প্রবেশ।

দ্রোণ। কিরে, তোকে যে বড় শোকাকুল দেখচি? ব্যাপার টা কি?

ভগ্ন। (সখেদে) আর ব্যাপারটা কি!

[রোদন।

দুর্য্যো। অরে, তোর চক্ষুর্জলত আর সংবাদ দেবে না, স্পষ্ট করে বল না?

কর্ণ। কুমার বৃষসেন কোথা?

ভগ্ন। (সরোদনে) হা বৃষসেন! হা বীরচূড়া! তুমি কি দোষে আমাদিগে পরিত্যাগ কল্লে?

দুর্য্যো। সত্য! বৃষসেন আমাদের মায়া পরিত্যাগ করে চলে গেছে!——হা কুমার বৃষসেন! হা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ! [মূর্চ্ছা।

কর্ণ। হা বৎস বৃষসেন! হা পদ্মাবতী-নয়নানন্দ! আমি মৃত্যুকালে তোমার মুখপদ্ম দেখ্‌তে পেলাম না! [রোদন।

দুঃশাসন। হা কুমার! তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ ছিলে, তা পামর পাণ্ডবদের যুদ্ধে তোমাকেও হারালাম। [রোদন।

দ্রোণ, কৃপ, কৃত। (সখেদে) বৃষসেন বালক হলেও শৌর্য্যে বীর্য্যে পিতৃতুল্য ছিল, বৃষসেনের মরণ নিতান্ত দুঃখের বিষয়!

দুর্য্যো। (চেতন পাইয়া) হা বৃষসেন! আমি আর তোমাকে লক্ষ্মণের সঙ্গে একবারে কোলে বসায়ে নয়নধারণের সার্থকতা লাভ

কর্ব্বো না ! বৎস ! তুমি আমাদের নয়নের দীপ্তি ছিলে, তোমার সঙ্গে আমার লক্ষ্মণের অকৃত্রিম প্রণয় ছিল ! তুমি আমাকে পিতার মত দেখ্‌তে! রাণী ভানুমতী সর্ব্বদা বল্‌তেন; " প্রাণনাথ, লক্ষ্মণ কেবল আমার পুত্র নয়, বৃষসেনও আমার পুত্র। " রাণী লক্ষ্মণ আর বৃষসেনকে একত্র স্তনপান করিয়েছেন ! হা বৃষসেন ! তোমার মৃত্যু সংবাদ শুনে রাণী, আর পদ্মাবতী কি প্রাণে বাঁচবেন ! হা বৎস ! তোমার মৃত্যুতে যখন আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে, তখন সখা কর্ণই বা আর কেমন করে্য প্রাণ ধারণ করবেন ! [রোদন।

শকুনি। দূত ! কে কুমার বৃষসেনকে বধ কল্লে ! তার কি মনে সেই কোমলশরীর—— সেই মুখচন্দ্র দেখে একটুও দয়া হলোনা !

দূত। (সখেদে) আর কে, সেই অভিমন্যুই আমাদের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছে।

কর্ণ। সখা, আমি পুত্রশোকে কাতর

হই নাই, কেন না বৃষসেন আমার বীরধর্ম্ম রক্ষা করেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেছে। পরলোকে সে পরমপদ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু আমার শোকের প্রধান কারণ এই যে, মৃত্যুসময় তার মুখপদ্ম একবার দেখ্‌তে পেলেম না! (অশ্রু বিসর্জ্জন) হা কুমার বৃষসেন! তুমি শত্রুশরে ব্যথিত হয়ে কতবার আমাকে সাহায্যের জন্যে ডেকেছ, কিন্তু আমি নরাধম, নিষ্ঠুর, তোমার সহায়তা কর্ত্তে পাল্লেম না। [রোদন।

দ্রোণ। তার সন্দেহ কি?

দুর্য্যোধন। (সখেদে) সখা, আমারও ত এই দুঃখ!

কর্ণ। না, সখা, আপনি দুঃখ কর্‌বেন না, প্রকৃতবীরপুরুষেরা সর্ব্বস্ববিনষ্ট হলেও আকুলিত হন না। পুত্র আমার অপঘাতে মরে নাই, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে ব্যথিত করে প্রাণ ত্যাগ করেছে, এ আমার শ্লাঘ্য। তবে কি না এখন আমাকে এই কর্ত্তে হবে, যাতে অর্জ্জুন-

ও আমার মত হতপুত্র হয়ে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করে। [ধনুষ্টঙ্কার।

সকলে। তার সন্দেহ কি? শোকানল নির্ব্বাপণের উপায়ইত এই—

দুর্য্যোধন। তাইত বলচি যে, যে অভিমন্যু বালক বৃষসেনকে বধ কর্ত্তে একটু ধর্ম্মভয় কল্লে না, তাকে একাই হোক, আর সকলে একত্রিত হয়েই হোক, যেরূপে হোক, বিনষ্ট করাই আমাদের পরমধর্ম্ম।

দ্রোণ। মহারাজ, শোক দুঃখ ধার্ম্মিক দিগের চিত্তকে বিচলিত কর্ত্তে পারেনা।

দুর্য্যোধন। (চরণ ধারণ করিয়া) গুরু, আপনি আমার মুখচেয়ে একবারত চলুন, আপনি সম্মত হলে, সকলে সম্মত হবেন। এউপায় ভিন্ন আজ আর অভিমন্যুর হাতে কারো নিস্তার নাই।

কর্ণ। কেউ আসুন আর না আসুন, আমি সেই পুত্রহন্তা পাপিষ্ঠের প্রাণবধ কর্ত্তে সঙ্কল্প করে চল্লেম। [গমনোদ্যত।

কৃপ। আমরাও প্রস্তুত আছি। চলুন, কিন্তু অভিমন্যুকে সকলে একবারে আক্রমণ করা, নিতান্ত অধর্ম্ম বল্যেই আমাদের আপত্তি। নচেৎ যুদ্ধে প্রাণদানেও ক্ষোভ নাই।

কৃত। যাই বলুন, আমাদের প্রত্যেকের ত কথাই নাই, সকলে একযোগে আক্রমণ করে্যও যে কৃতকার্য্য হই, সন্দেহ স্থল।

শকুনি। চলুনত, আগেই হীনসাহস হবেন না, দেখা যাক্ কি হয়।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা—উত্তরার মন্দির।

বাসন্তিকা, মধুকরিকা নাম্নী সখীদ্বয় এবং উত্তরা দৃষ্ট।

বাসন্তিকা। সখি, এত আকুল হলে কেন? স্নেহকাতর মনের ধর্ম্মই এই প্রিয়-জনের অমঙ্গল শঙ্কা করে——”

উত্তরা। হাঁ আমি তা জানি; কিন্তু আজ আমার মনের তেমন ভাব নয়। আজ অন্তঃকরণ কেঁদে২ উঠচে, কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চে না। না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

[দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ।

মধুকরিকা। কি জানি সেই কপোতীর স্বপ্ন দেখে অবধি সখীর মন কেমনই হয়েছে, কিছুই ভাল লাগে না। (একখান পত্র সহিত একটি বাণ সম্মুখে শব্দ করিয়া পাতিত হইল।) সখি, দেখ, দেখ, এই যে যুর

রাজ বাণ দিয়ে পত্র পাঠিয়েচেন। এবাণ তাঁরই দেখ্‌চি—

উত্তরা। (ব্যগ্র হইয়া) কই, কই, দেখি। [পত্র গ্রহণ।

সখীদ্বয়। পড় সখি, পড়, বড় সময়ে পত্র পাওয়া গেল।

উত্তরা। পত্র পাঠ।

"প্রাণেশ্বরি! সেই আমি তোমার নিকট হইতে বিদায়লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আইলাম; কিন্তু আমার মনপ্রাণ তোমার নিকটই রহিল—"

বাসন্তিকা। তা যুবরাজ মিথ্যা বলেন নাই। যাবার বেলায় বার বার ফিরে২ চাইতে লাগলেন, তাঁর যুদ্ধে যেতে যেন মন সর ছিল না।

উত্তরা। "যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখি, তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কৌরবেরা ব্যূহ যুদ্ধে আমাদের সৈন্য সামন্ত সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। পিতা সংসপ্তকের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য গমন করিয়াছেন,

ব্যূহভেদ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহ দেয় —ভরসা দেয় এমন একটী বীরপুরুষ নাই। জ্যেষ্ঠতাত আমাকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য অনুমতি দিলেন। আমিও ব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব সৈন্যসমদ্রে অবগাহন করিলাম—"

মধুকরিকা। যুবরাজ সামান্য সাহসী নন!

উত্তরা। "বূহে প্রবিষ্ট হইলাম সত্য; কিন্তু আর কোন বীরপুরুষই আমার অনুসরণ করিতে পারিল না। কেন যে কেহ আমার সহায়তা করিতে আইল না, আমি তাহার কিছু মাত্র কারণ জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক, একসিংহ যেরূপ অসংখ্য মাতঙ্গের মস্তক বিদারণ করে, কিছু মাত্র ভীত হয়না, আমিও সেইরূপ কৌররদের প্রধান২ বীর সকলকে শরে শরে ব্যথিত করিতে লাগিলাম। কেহ২ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল—"

বাসন্তিকা। ধন্য যুবরাজ!

উত্তরা।—"এইরূপে অনেকক্ষণ সংগ্রাম

হইলে ক্রুর কৌরবেরা কুমন্ত্রণা করিয়া প্রধানং বীরসকল একবারে আমাকে আক্রমণ করিল। তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় হইলাম। আমার সাহস, বীরত্ব সকলি যেন দূর হইয়া গেল। দশ দিক্ বান্ধবশূন্য——সহায়শূন্য দেখিতে লাগিলাম। এই সময় আমার মন যেরূপ আকুলিত হইয়াছিল, তাহা একমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন——”

সখীদ্বয়। তার কি আর কথা! কুরুবীরদিগের কি অন্যায় সংগ্রাম!——তার পর?

উত্তরা। “অনন্তর আমার যে অবস্থা ঘটিল, তাহাতে তোমার স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারই যথার্থ হইল। আমি একা, সপ্তরথী একেং পরাস্ত হইয়া শেষ আমাকে একবারে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিল। (অশ্রুপাত) আমাকে জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। ক্ষণেং মোহ উপস্থিত হইতে লাগিল——”

সখিদ্বয়। (সরোদনে) হায়! কি হলো!

উত্তরা। (বাষ্পগদ্‌গদস্বরে)—“একবার চৈতন্য পাইয়া ভাবিলাম, আমি প্রেয়সীকে নাজানাইয়া কখন কোথাও যাই নাই। বিশেষতঃ আজ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া জন্মের মত ইহলোক পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেছি, তখন প্রেয়সীকে সংবাদ না দিয়া যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়। প্রিয়া আমার কি মনে করিবে? কিন্তু এক্ষণে যে অবস্থা কাহার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিব? অবশেষে কিঞ্চিৎ উষ্ণিষ ছিন্ন করিয়া লইয়া শোণিত দ্বারা মসীর কার্য্য, এবং শরফলকদ্বারা লেখনীর কার্য্য সাধন করিয়া এই পত্রখানী শরদ্বারা তোমার নিকট পাঠাইতেছি। প্রিয়ে! আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।——” নাথ, আমাকেও সঙ্গিনী কর! আমি তোমায় একা যেতে দিব না! [মূর্চ্ছা।

সখীদ্বয়। হায় কি হল! হায় কি হল! মহাদেবী সুভদ্রার সর্ব্বনাশ!——[রোদন।

সুভদ্রা। (গৃহান্তর হইতে) কি বি-পদ উপস্থিত! সখি পাঞ্চালি, একবার এস ত, বধূর ঘরে রোদনের শব্দ শুনি কেন!

[সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর প্রস্থান।

উত্তরা। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) প্রাণনাথ! আমাকে কি অপরাধে পরিত্যাগ কল্লে! আমিত জানুতে স্বরূপ তোমার চরণপদ্মে কোন অপরাধ করিনাই। নাথ! আমায় সঙ্গিনী কর! আমি তোমার বিরহে কেমন করে প্রাণ ধারণ করবো! হায়! দুঃসপ্ন আমার উপরই ফললো! হা তাত! হা মাতঃ! হা মাতঃ সুভদ্রে! কৌরবেরা তোমার সর্ব্বনাশ কল্লে!

[রোদন।

সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর সরোদনে প্রবেশ।

সুভদ্রা। কি হয়েছে মা? মা আমার ধূলায় পড়ে কেন?——ওগো মধুকরিকে!—ওগো বাসন্তিকে! কি হয়েছে, বল?——মা উত্তরা! ওঠ মা! মা তুমি রোদন কচ্চো কেন মা! কি হয়েছে মা!——

দ্রৌপদী। (অঞ্চলদ্বারা উত্তরার অশ্রু মুছাইতে২) মা উত্তরা, উত্তর দাও মা! আমি তোমায় সুধোচ্ছি! মা তুমি সখী সুভদ্রার কথা না শুনেও আমার কথা শুনে থাক। তা মা, কি হয়েছে, বল? বাছা অভিমন্যুত আমার কুশলে আছে?

উত্তরা (অধিক রোদন) হায় আমি হতভাগিনী! প্রাণবল্লভ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, আমি এখনো বেঁচে রয়েছি! পোড়া প্রাণ এখনো বার হচ্চেনা! [মূর্চ্ছা।

সুভদ্রা। হা পুত্র অভিমন্যু! হা হৃদয়ানন্দ!—হা সুভদ্রা-জীবন! [মূর্চ্ছা।

দ্রৌপদী। হায় কি হল! (অশ্রুপাত) ওলো বাসন্তিকে, সখীকে ধরলো।——মধুকরিকে! তোদের সখীর যে এখনো চেতন হলোনা! কি সর্ব্বনাশ! কি বিপদ! [রোদন।

রুক্মিণী এবং সত্যভামার প্রবেশ।

রুক্মিণী। হায়! এবিষম ঝড় কোথা হতে উপস্থিত হল, সমুদয় লতাকেই যে ধরাশায়িনী কর্‌্যে ফেলেছে!

দ্রৌপদী। সর্ব্বনাশ হয়েছে!——সখি! কুমার অভিমন্যু আজ সমরে——”

রুক্মিণী। বল কি? হা কুমার অভিমন্যু!

[রোদন।

উত্তরা। (চৈতন্য পাইয়া) হা নাথ প্রিয়ম্বদ! তুমি যে আমাকে বিরহানলে নিক্ষেপ কর্য়ে পলায়ন কর্ব্বে, স্বপ্নেও মনে করিনেই! [অশ্রুবর্ষণ।

সত্যভামা। এ সংবাদ কে দিলে?

মধুকরিকা। (সরোদনে) এই যে যুবরাজ যুদ্ধস্থল হতে স্বহস্তে পত্র লিখে বাণদিয়ে পাঠিয়েছেন। [পত্র দান।

সুভদ্রা। (চেতন পাইয়া) কি অভিমন্যু আমার পত্র লিখেছে!——কি লিখেছে?

সত্য। (পাঠ)——প্রাণেশ্বরি! সেই আমি তোমার নিকট হইতে—”

বাসন্তিকা। শেষ ভাগটা পড়ুন।

সত্য। (পুনঃপাঠ)

“ এক্ষণে যে অবস্থা কাহার দ্বারা সংবাদ

"প্রেরণ করিব ? অবশেষ কিঞ্চিৎ উষ্ণীষ ছিন্ন করিয়া লইয়া শোণিত দ্বারা মসীর কার্য্য এবং শরফলক দ্বারা লেখনীর কার্য্য সাধন করিয়া এই পত্রখানী শর দ্বারা তোমার নিকট পাঠাইতেছি। প্রিয়ে! আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম। আমি বীরদিগের বাঞ্ছিতমৃত্যু প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কৌরবেরা সপ্তরথী একত্রিত হইয়া অন্যায় যুদ্ধে আমাকে বিনষ্ট করিল। বিশেষ মর্ম্মান্তিক দুঃখ এই যে, মৃত্যুকালে, না জননীর চরণপদ্ম দেখিতে পাইলাম, না তোমার চন্দ্রানন দেখিতে পাইলাম—"

সুভদ্রা। (সকোপে ও সাভিমানে) কি সপ্তরথী একত্রিত হয়ে আমার অভিমন্যুকে বধ করেছে! এত অধর্ম্ম!

দ্রৌপদী। আমার এই পত্রের প্রতি সন্দেহ হচ্চে! কৌরবেরা কূট উপায়ে বিলক্ষণ পটু, সখি সুভদ্রে! স্থির হও, আগে তত্ত্ব লওয়া যাক। (নেপথ্যে রথচক্র শব্দ) ও কার রথ আসে?

ভগ্নরথারূঢ় ছিন্নহস্ত সারথির প্রবেশ।

সারথি। (সরোদনে) হায় আমি হতভাগ্য! কেন আজ আমার মৃত্যু হলনা! তা হলেত আর আমাকে এ শোকাবহ সংবাদ দিতে হত না! [ভূতলে পতন।

সুভদ্রা। সখি পাঞ্চালি, সারথিই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করো্য দিলে। বাছা আমার বেঁচে নাই!—হা অভিমন্যু! হা অভাগিনীর পুত্র! [রোদন।

রুক্মিণী। (সরোদনে) সারথি! কুমারের কুশল বল?

সারথি। দেবি, আমি হতভাগ্য, নৈলে কুমার আমাকে পরিত্যাগ করো্য যাবেন কেন? এই দেখুন, আমার হস্ত নাই, বাণে২ শরীর এরূপ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, একটী তিল রাখ্বার স্থান নাই। তবুও পোড়া প্রাণ বাহির হল না!——হা কৃতঘ্নপ্রাণ! [রোদন।

সত্য। তবে কুমার যথার্থই বেঁচে নাই!—হা বৎস! [রোদন।

সারথি। (সরোদনে) দেবি, কুমার আমা-

কে যথেষ্ট ভালবাসতেন, বন্ধুর মত বিশ্বাস কর্ত্তেন, আমি তাঁর আজ্ঞাকারী ছিলাম; তা তিনি মরণসময় আপনাদিগে কটী কথা বলে গিয়াছেন, আমি কেবল সেই কটী কথা আপনাদিগে নিবেদন করবার অপেক্ষায় এখনো জীবিত রয়েছি, নচেৎ তখনি যুবরাজের সঙ্গী হতেম। তা তাঁর অনুমতি পালন না করে্য কেমন করে্য প্রাণত্যাগ করি?

সুভদ্রা। সারথি, তুমি সংগ্রামের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছ, তা আদ্যোপান্ত বল। বাছা আমার কিরূপে যুদ্ধ কল্লে, আর পাপিষ্ঠ কৌরবেরাই বা কিরূপে তাকে অন্যায় যুদ্ধে নিধন কল্লে? [অশ্রুবর্ষণ।

সারথি। আজ্ঞে, আমি সমুদয় বৃত্তান্তই অবগত আছি, নিবেদন করি। আমরা দ্বারকা হতে কুরুক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হলেই ধর্ম্মরাজ কুমারকে ব্যূহভেদ করে্য দিতে অনুরোধ করেন, কৌরব সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য ব্যূহযুদ্ধে সকলকে ব্যথিত করে তুলেছিলেন, কুমার ব্যতীত আর কেউই ব্যূহভেদ কর্ত্তে জানেন না—"

রুক্মিণী। কেন,——ধনঞ্জয় ?

সারথি। তিনি আর বাসুদেব সংসপ্তকের সঙ্গে সংগ্রাম কর্ত্তে গিয়াছিলেন। কুমার ধর্ম্মরাজের আজ্ঞামাত্র ব্যূহভেদ কর্য়্যে প্রবেশ কল্লেন, কিন্তু সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার রোধ কর্য়্যে বোসলেন, ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কেউই তাঁকে পরাভব কর্য়্যে ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হতে পাল্লেন না। শুন্‌লাম, সিন্ধুরাজ না কি ভগবান পশুপতির বরে সেদিন পাণ্ডব দিগে পরাজয় কর্ত্তে সমর্থ হয়েছিলেন!

দ্রৌপদী তার পর ?

সারথি। তারপর কুমার ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যেমন খগপতি একাকী নাগকুল বিনষ্ট করেন, সেইরূপ শরজালে কৌরবসৈন্য সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লেন। কুমারের যুদ্ধ কৌশল দেখে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কর্ত্তে লাগ্‌লেন, চতুর্দ্দিক হতে বিপক্ষ পক্ষীয়েরা সাধু অভিমনু সাধুঅভিমন্যু! বলে সাধুবাদ দিতে লাগ্‌লেন। এমন কি কুমার একে একে দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থমা, শকুনি, দুঃশাসন, দুর্য্যোধন

প্রভৃতি সকল বীরকেই পরাভূত প্রায় কল্লেন কতক্ষণ তুমুল সংগ্রাম চল্লো।——”

সত্যভামা। পরে?

সারথি। দেবি, কুমারের যুদ্ধে কৌরবেরা অনুপায় দেখে শেষ যে কুকার্য্য করেছেন, পশুতেই এমন ঘৃণিত কর্ম্ম করেনা! কুমার বালক, এই সেদিন যুদ্ধ বিদ্যাশিক্ষা করেছেন। তা পামরেরা একবার মনে কল্লেনা। দেবি, বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ব্যাধেরা যেমন জাল মধ্যে সিংহশাবককে আবদ্ধ করে, সেইরূপ দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থমা, শকুনি, দুর্য্যোধন আর দুঃশাসন, একবারে এসে কুমারকে শর শরে আচ্ছন্ন করে্য ফেল্লেন।

দ্রৌপদী। কৌরববীরপুরুষেরা কি ক... লেই বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়েছেন! আশ্চর্য্য কি? পাপীর সংসর্গে কাকে না অধর্ম্ম আশ্রয় করে?

সুভদ্রা (সংকোপে) তার পর?

সারথি। কৌরবদের এরূপ অন্যায় যুদ্ধ দেখে কুমার দ্রোণগুরুকে সম্বোধন করে্য বল্লেন,

" ভাল গুরু আপনি শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী যোদ্ধার কি এই ধর্ম্ম ? এরূপ অন্যায় সংগ্রাম কি শস্ত্রবিদ্যার অনুমোদিত ? আমি প্রাণভয়ে ভীত হই নাই, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েছি, তখন আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ত্তে একটুও শঙ্কা করিনা। ভাল, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এরূপ যুদ্ধশিক্ষা কোথায় প্রাপ্ত হয়েছেন ? না পাপাত্মাদের সংসর্গে আপনিও আত্ম বিস্মৃত হয়ে বীরধর্ম্ম পরিত্যাগ করেছেন ?" কুমারের কথায় দ্রোণাগুরু লজ্জিত হয়ে শরাসন ত্যাগ কল্লেন।——"

সুভদ্রা। তার পর ?

সারথি। তার পর, কুমার কর্ণকে সম্বোধন করে বল্লেন "ওহে অঙ্গরাজ ! তুমি না পরশুরামের শিষ্য ? তা তাঁর কাছেই কি এইরূপ সংগ্রাম কর্ত্তে উপদেশ পেয়েছ ? তোমায় ধিক্ ! তোমার শস্ত্রে ধিক্ ! তোমার শস্ত্রবিদ্যায় ধিক্ !! আমি আর তোমায় অধিক বলতে ইচ্ছা করি না, কেন না তুমি যখন ক্ষেত্রিকুলে জন্মগ্রহণ কর নাই, তখন আর তোমার কা

ছে বীরধর্ম্ম রক্ষার প্রত্যাশা কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তুমি আমার সঙ্গে একাকী যুদ্ধে অগ্রসর হলে না, নতুবা আজি তোমার সংগ্রাম-সাধ পরিপুর্ণ করতাম"—কর্ণও কুমারের কথায় লজ্জিত হলেন।

দ্রৌপদী। কর্ণের কি লজ্জা আছে!—তার পর?

সারথি। তার পর কুমার শকুনিকে সম্বোধন করে্য বল্লেন "অরে গান্ধাররাজার কুসন্তান! তোর কি আজিও কুমন্ত্রণার শেষ হয় নাই? তাই আমি একাকী, আর সপ্তরথী একত্রিত হয়ে আমাকে বধ কর্ত্তে প্রয়াস পাচ্চিস্? ওরে নরাধম! এত জতুগৃহও নয়, বিষপ্রদানও নয়, এখানে অস্ত্রশস্ত্র আবশ্যক করে। থাক্, আজি তোর সমুদয় কুমন্ত্রণার প্রতিফল দি!" শকুনি কুমারের তর্জ্জন গর্জ্জন বাক্য শুনেই পলায়ন কল্লেন। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন কি করেন? দুঃশাসনকে সঙ্গে করে্য পলায়ন কল্লেন; কিন্তু তার অন্তঃকরণ হতে পাপ অভিসন্ধি পলায়ন কল্লে না।

সুভদ্রা। (সকোপে) তার পর?

সারথি। কুমার শরজালে কৌরবদের সৈন্য সকলকে, কার বা হস্ত, কার বা মস্তক, কার কর্ণ, নাসা, কার স্কন্ধ ছেদন করে এক-বারে ব্যাকুল করে্য তুল্লেন। কৌরবদলে হাহাকার শব্দ উঠ্‌লো। খানিক পর দেখি, কুরুরাজ, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতির চরণ ধারণ করে বল্‌চেন “চলুন, আর একবার সকলে অভিমন্যুকে আক্রমণ করি, এতে যত পাপ বা অধর্ম্ম হবে, পরমেশ্বরকে সাক্ষী রেখে বল্‌চি, আমি সেই সমুদয় ভোগ কর্‌বো। তবু-ও আজ অভিমন্যুর হস্তে আমাদের প্রাণমান রক্ষা করুন।——”

দ্রৌপদী। সে পাপাত্মার একথা বলা আশ্চর্য্য কি! সে না কর্ত্তে পারে জগতে এমন জঘন্য কর্ম্মই নাই।——

সারথি। দুর্য্যোধনের এইরূপ কাকুক্তি মিনতিতে শেষ সকলে এসে কুমারকে এক-বারে আক্রমণ কল্লেন। কৌরবেরা অসংখ্য কুমার একেশ্বর; তবু কুমারকে পরাজয় কর্ত্তে

তাঁদিগে অল্প কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হয় নাই। যখন কুমার নিতান্ত নিরুপায় হলেন, তখন আমাকে বল্লেন, "সারথি! কৌরবেরা যেরূপ অন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ করেছে, বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার। তা তুমি আমার জননীর কাছে বল্‌বে——"এই কথা বলেই কুমারের অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভেসে যেতে লাগ্‌লো! বাষ্প গদ্‌গদ স্বরে বল্লেন, "সারথি! আমি বীর পুরুষদের বাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হলেম, আমার তার জন্যে দুঃখ নাই।——আমাকে কৌরবেরা অন্যায় যুদ্ধে সপ্তরথী একত্রিত হয়ে নিধন কল্লে, এই দুঃখ! তা পিতা এর প্রতিফল অবশ্য দেবেন।" (বাক্‌রোধ)

সুভদ্রা। (সকোপে) কৌরবেরা এমন পাপাত্মা!——"

সারথি। কুমার আরো বলেচেন, "মা যেন আমার জন্যে দুঃখ বা শোক করেন না, আমি পিতার উপকারের নিমিত্তেই প্রাণ দান কল্লেম, যে পুত্র পিতা পিতৃব্যের জন্য প্রাণ ত্যাগ করে সে শ্লাঘ্য পুত্র। তার মাতাই

যথার্থ পুত্রবতী। তা মাকে আমার এই অ সুরোধ, উত্তরা গর্ভবতী, তিনি যেন যত্ন করো তাকে সান্ত্বনা করেন, তার সন্তান হলে, মায়ের শোক নিবারণের উপায় হবে।” কুমার এই বলেই প্রাণত্যাগ কল্লেন!—— (রোদন।

সকলে। হা অভিমন্যু! বাছা, আমরা আর তোমার বদনচন্দ্র দেখ্‌তে পাব না! আর তোমার মধুরবাক্য শুনে আমাদের হৃ-দয় শীতল হবে না! হা বৎস! তোমায় কৌরবেরা অন্যায় যুদ্ধে বিনষ্ট কল্লে! পাপা-ত্মারা একটু ধর্ম্ম ভয় কল্লে না।

দ্রৌপদী। সারথি! ধনঞ্জয় এ সংবাদ পেয়েছেন?

সারথি। আজ্ঞে দুঃসমাচার শতমুখে প্রচার হয়। তিনি পুত্রশোকে অচেতন হয়ে ভূতলে পড়ে আছেন। ভগবান বাসুদেব তাঁকে প্রবোধ দিচ্ছেন——

দ্রৌপদী। কি ধনঞ্জয় পুত্রহন্তার প্রাণ বধে যত্নশীল না হয়ে স্ত্রীজনের মত কেবল শোকে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর

বীরত্ব কি লোপ হয়েছে! (সুভদ্রার প্রতি) সখি সুভদ্রে! ওঠ, আমাদের এখন শোক দুঃখ করবার সময় নয়। পাপিষ্ঠেরা অন্যায় যুদ্ধে বাছাকে বিনষ্ট করেছে। তা আমরা কি তার প্রতিফল না দিয়ে কেবল সামান্য স্ত্রী লোকদের মত রোদন আর বিলাপ কর্‌ব? কেন আমরা কি বীরপুত্রী নই? না আমরা বীরপত্নী নই? না আমরা যুদ্ধবিদ্যা শিখি নাই? উঠ, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? এখনি যুদ্ধ যাত্রা করা যাক্।

সুভদ্রা। (সক্রোধে) সখি, তুমি আমার মনের কথা বলেছ। (উত্তরার প্রতি) বাছা উত্তরা, আর রোদন করোনা। মা, এই আমরা তোমার পতির শত্রুকে বধ কর্ত্তে চল্লেম। মা তুমি বীরপত্নী, বীরপুত্রী, শোক পরিত্যাগ করে৷ আমাদিগে বিদায় দাও।

উত্তরা। মা, আমিও তোমার সহকারিণী হব। আমি কি পতির ঋণ পরিশোধে যত্ন পাবো না? যে পামরেরা অন্যায় যুদ্ধে আমার প্রাণবল্লভকে বিনষ্ট করেছে, আমি কি

তাদের শোণিত ধারায় অবনীকে স্নান করাবো না? তাদের রক্ত মাংসে শকুনি শিবার তৃপ্তি সাধন করবো না? না, বীরত্ব প্রকাশের ত আর এমন সময় হবে না। আমাকেও সঙ্গে নে যেতে হবে।

রুক্মিণী। মা, তুমি প্রকৃত বীরপুত্রীর মত কথা বলেছ। তা যদি গর্ভিণী না হতে, আমরা কখনও তোমাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ কর্ত্তেম না। বরঞ্চ উৎসাহ দিতাম। তা আমরাই চল্লাম, তুমি গৃহে থেকে, ঈশ্বরের কাছে বিজয় প্রার্থনা করো।

দ্রৌপদী। বাছা, তোমার গর্ভে যে বীরসন্তান আছে, তাকে যত্নে করে্য রক্ষা করো, যদি আমরা নিতান্তই পরাজিতা হই, ওই পিতৃশত্রুদিগে বিনষ্ট কর্‌বে —— তোমার আনন্দ বৃদ্ধি কর্ব্বে।

সখীদ্বয়। তার সন্দেহ কি? কিন্তু এখন কোন্ এ আশালতা অবলম্বন করে্য থাকা যায়?

দ্রৌপদী। আশাই জীবনের প্রধান আ-

শ্রয়। দেখ,এই আশাতে করেই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ। এই আশাই আমাদিগে দ্বাদশ বৎসর বনবাসে —অজ্ঞাত বৎসর বিরাট-বাসে বাঁচিয়ে রেখেছে। আশা করা মন্দ নয়, কিন্তু দুরাশাই মন্দ।

সত্য। এ আশাত আর দুরাশা নয়।——মা উত্তরা, তুমি গৃহে থাক, আমরা যুদ্ধে যাত্রা করি।——কেমন মা, অনুমতি দিলে ?

উত্তরা। (সখেদে) আপনারা যেমন অনুমতি করেন। আমি শোক পরিত্যাগ কর্ল্লেম। [অশ্রুমোচন।

দ্রৌপদী। হে প্রিয়সঙ্গিনী সকল ! কুরুরাজ এতদিন আমাদের সঙ্গে নানাপ্রকারে যে সকল অন্যায় আচরণ করেছেন, তা কারো অবিদিত নাই। বিষদান, জতুগৃহে বাস প্রদান ত তুচ্ছ—সেই কপটপাশা খেলা——সেই সভামধ্যে আমার কেশাকর্ষণ প্রভৃতি যে সকল অপমান করেছে, আমি সে সমুদায় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে্য সহ্য করেছিলাম ; কিন্তু এখন যে কৌরবেরা সপ্তরথী একত্রিত

হয়ে অভিমন্যুকে নিধন করে্যে নিতান্ত পশুবৎ কার্য্য করেছে, এ অপমান——এ অন্যায় ব্যবহার—এ অধর্ম্ম কোনরূপেই সহ্য করাযায় না। যেরূপে হউক, আজ পাপাত্মাদিগে এর সমুচিত প্রতিফল দিতে হবে। আমরা বীর পুত্রী, বীরপত্নী, তা চল, আমরা সকলে সেই অন্যায়কারী পাপাচারী কৌরবদিগে শরানলে আহুতি প্রদান করিগে।

রুক্মিণী। এ অপমান পাণ্ডবদের যেমন আমাদেরও তেমন। তা আমরা কি উপেক্ষা কর্‌বো ?——কে আছিস্‌ রে, অন্তঃপুরে সংবাদ দে।

সারথী। যে আজ্ঞা, সকলকে সসজ্জ হতে বলিগে।

সত্য। শোন, বলগে, এসংগ্রাম কেবল চণ্ডীর সমরের মত আমরাই কর্‌বো, এতে পুরুষের সাহায্য মাত্র লওয়া হবে না, তা বধূদের মধ্যে কি আমার সপত্নীদের মধ্যে যাঁরা সারথিকার্য্যে নিপুণা, তাদিগেই রথ সাজিয়ে আস্‌তে বল।

সুভদ্রা। আমিই সে সমুদয় উদ্যোগ করি, তোমরা বধূকে নে থাক।

দ্রৌপদী। হানি নেই।—সখি, তুমি-ই আমার অসিচর্ম্ম, শরাশন, তূণ, আর ধনুটা নিয়ে এসো। আমি সংগ্রাম না করে্য আর গৃহে প্রবিষ্ট হতে ইচ্ছা করি না।

সুভদ্রা। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

রুক্মিণী। বাসন্তিকে! তুমি আমার যুদ্ধবেশ, অস্ত্রশস্ত্র, নে এস তবে।

বাসন্তিকা। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

[নেপথ্যে হুহুঙ্কার এবং রণবাদ্য শব্দ।

উত্তরা। এ রণবাদ্য শুনে আমার যুদ্ধে যেতে সাধ হচ্চে। মা, আমিও যাই?

দ্রৌপদী। নিতান্তই যাবে? তোমার যাওয়াটা এখন ভাল দেখায় না।

উত্তরা। (সবিষাদে স্বগত) আ! গর্ভই আমার বিষাদের কারণ হোল! গর্ভিণী হয়ে মনে করেছিলাম, প্রসবের পর পুত্রটীকে কোলে লয়ে প্রাণবল্লভের সঙ্গে কত আমোদ

প্রমোদ কর্ব্বো। প্রাণবল্লভই বা কত আশা করেছিলেন, তা পোড়া বিধাতা কারো অভিলাষ পূর্ণ হতে দিলেন না! অবশেষ যে পতির শত্রুবিনাশে দুট শর নিক্ষেপ কর্ব্বো তাও অদেষ্টে ঘট্‌লো না! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক প্রকাশে) যা বলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে নেপথ্যে গীত।

রাগিণী আলিয়া তাল কাওয়ালি।

হায় আজ বুঝি যায় ধরা রসাতল!
সাজিছে বামাদল।
যেমন নাশিবারে দৈত্যদলে, সাজে শ্যামা দলেবলে
সেরূপ সাজিয়ে চলে, দ্বারকার নারীসকল।

কুমারের বধে সবে রাগে হয়ে গর গর,
কোপে স্ফুরিছে অধর, কাঁপিতেছে থর থর
সঘনে বদনে রব কুরু বধ কর কর,
সে পাপাত্মা পশুদের রণগর্ব্ব হর হর,
ধনু শর ধর ধর, বীর সজ্জা পর পর,
শত্রু-শবে ভর ভর, কুরুক্ষেত্র রণস্থল।

পদভরে বসুমতী করিতেছে টলটল,
কোকিলনাদিনী-নাদে দ্বারাবতী কল,কল,
হুঙ্কারে কামিনীকুল কহে 'রণে চল চল,
পাপাচারি নরাধম কুরুদলে দল, দল,
কেন আঁখি ছল ছল? 'জয় বিভো!' বল বল,
হাসি যেয়ে খল খল, নাশি সে সকলখল।

নেপথ্যে। সখি, আমার শূল আন্‌লেনা? —যা,অসিচর্ম্ম ভুলেই রথেউঠ্‌লেম।—বধূ ঊষা, মা, অসীচর্ম্ম খানা আন তো, শয়ন মন্দিরের সম্মুখে পাবে।—থাক্, আমি আপনাকে দিব। —সখি সত্রাজিতে, আরো কথানধনু আনো।— আমার পাশই ধনুর কাজ কর্ব্বে।—আমি গদা যুদ্ধ কর্‌বো।——সখি, শুনেছি কর্ণ নাকি বড় যোদ্ধা, তার একবার শস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা কর্ত্তে হবে।—তুমিও যেমন সখি, ওকি একটা বীর; না বীরের পুত্র? সে যুদ্ধ কর্ত্তেং সহস্রবার পলায়ন করে।—সকলে শ্রেণীবদ্ধ হও! গোলযোগের কাজ নয়। সাবধান! সকলে সাবধান, যেন আজ পাণ্ডব, পাঞ্চাল, আর যাদবদের মান থাকে!—দেবি, আপনি কোন চিন্তা ক-

র্ব্বেন না, যেমন ভগবতী ত্রিলোচনা অসুরদলকে দলেবলে নিধন করে্য দেবরাজকে নিষ্কণ্টক করে্য দিয়ে ছিলেন ; আমরা আজ তেমনি পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করে্য পাণ্ডবদিগে নিষ্কণ্টক করে্য দিব।—তবে আমি সখী পাঞ্চালী, রুক্মিণী আর সত্যভামাকে নে আসি।

সুভদ্রার পুনঃ প্রবেশ।

সুভদ্রা। সখি, সমুদয় প্রস্তুত——"

বিকৃতবেশা হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। সখি সুভদ্রে! আমি আজ ঘটোৎকচের একজন অনুচরের কাছে শুন্‌লাম, কৌরবেরা না কি, সপ্তরথী একত্রিত হয়ে অন্যায় যুদ্ধে কুমার অভিমন্যুকে বিনষ্ট করেছে। তা এবড় অন্যায়, এতে কোনমতেই কৌরবদিকে ক্ষমা করা উচিত নয়। যদি বল, ত আমি আজ স্বয়ংই কৌরবদলে প্রবেশ করে্য তাদের উষ্ণরুধির পান করে্য শোণিত পিপাসা নিবারণ করি।

সুভদ্রা। আমরা সকলেও যুদ্ধসজ্জা করেছি।

হিড়িম্বা। তবে আর বিলম্ব কেন? আমি অগ্রসর হলেম। অনেকদিন যাবত আমার নরমাংস, নরমজ্জা আহার করা হয় নাই, তা আজ কুরু-ক্ষেত্রে এ উদর পূর্ণ হবে। এর বাড়া আনন্দ আর সুখের সময় কি আছে!

[গমনোদ্যত।

নেপথ্যে। সখা, আমি কেমন করে্য দেবী ভদ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো? দেবী যখন জিজ্ঞাসা করবেন, "নাথ! আমার অভিমন্যু কই; তাকে কোথা রেখে এলে, আমি তখন কি বলে উত্তর দিবো?—সখা! ধৈর্য্য হও, এত আকুল হও কেন? শোকসাগর স্বরূপ বটে, তা সাগর কি নিয়তই বেলাভূমি প্লাবিত করে? চিন্তা কি? ভদ্রার শোক সাগর সদৃশ উদ্বেল হয়ে উঠে ছিল, এখন তাতে কোপবাড়বানল প্রজ্বলিত হয়ে পড়েছে, চল আমরা সান্ত্বনা করিগে।

সুভদ্রা। ধনঞ্জয় আর দাদা বুঝি আস্‌চেন।—সখি পাঞ্চালি! যেন লজ্জা না পাই।

দ্রোপদী। লজ্জা কি? আমরা বীরপত্নীর কার্য্যই করেছি।—তা কই সখা বাসুদেব কোথায়?

কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ এবং তদ্দর্শনে ভদ্রা
এবং পাঞ্চালীর সসম্ভ্রমে
গাত্রোত্থান।

কৃষ্ণ। ভদ্রে!—সখি পাঞ্চালি! তোমরা সকলি অবগত হয়েছ। নরাধম ক্ষেত্রিয় কুলের কলঙ্ক কৌরবেরা অন্যায়যুদ্ধে কুমার অভিমন্যুকে বধকর্য্যে কেবল অক্ষয় অধর্ম্ম সঞ্চয় করে নাই, আপনাদের মৃত্যুকেও আহ্বান করেছে। তা সখা প্রতিজ্ঞা করেছেন কালি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কুমারের বধের মূলীভূত কারণ ক্রুরমতি জয়দ্রথকে প্রাণে বিনষ্ট কর্‌বেন।

দ্রৌপদী। সখা আর প্রতিজ্ঞার কথা বলবেন না। কর্ণকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, শত ভাই দুর্য্যোধনকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা করাও হয়েছিল, দুঃশাসনের বক্ষের উষ্ণ রুধির দিয়ে আমার বেণীবন্ধন করার প্র

তিজ্ঞা করাও হয়েছিল, তা কই, আজিও ত তার কিছুই পূর্ণ করা হল না!

অর্জ্জুন। দৈব আমাদের প্রতি প্রতিকূল বল্যেই আমরা আজো প্রতিজ্ঞাসকল পূর্ণ কর্ত্তে অবসর পাচ্চি না।

কৃষ্ণ। সখি পাঞ্চালি, যদিও আজো প্রতিজ্ঞাসকল প্রতিপালিত হয় নাই; কিন্তু হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সকল বিষয়ে অবসর প্রতীক্ষা কর্ত্তে হয়। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অসুরকর্ত্তৃক স্বর্গহতে তাড়িত হলে তাঁকে কি স্বরাজ্য গ্রহণ কর্ত্তে অনেক কষ্ট পেতে——অনেক সময় অপেক্ষা কর্ত্তে হয় নাই?

সুভদ্রা। ওহে নাথ! শুনে আমার বড় বিস্ময় বোধ হল, তুমি নাকি অভিমন্যুর শোকে অচেতন হয়ে যুদ্ধচেষ্টা পরিত্যাগ করে্য রোদন করেছিলে? কেন তুমিত স্ত্রীলোক নও? আজিও তোমার তূণ শর শূন্য হয় নাই——আজিও তোমার বাহু যুগল ছিন্ন হয় নাই——এমন কি আজিও তো-

ম্মার জীবন কলেবর পরিত্যাগ করে নাই। হে নাথ!—হে বীরশ্রেষ্ঠ! তবে পুত্রের শত্রুদিগে সংহার না করো রোদনই বা কেন?—মোহই বা কেন? তুমি কি বীরধর্ম্ম—ক্ষেত্রিয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েছ?

অর্জ্জুন। দেবি, শোকশেলাঘাতে আমি ক্ষণকাল মূর্চ্ছাপন্ন ছিলাম, কিন্তু যখন আমি শুনলাম, কৌরবেরা কুমারকে অন্যায়যুদ্ধে বিনষ্ট করেছে, তখনই আমার অন্তঃকরণে শোকানলের পরিবর্ত্তে কোপানল প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো, চক্ষু নিরশ্রু হল! আমি পণ করেছি কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যেরূপেই হউক কুমারের অকালমৃত্যুর প্রধানকারণ কুলাঙ্গার কৌরবের পালিত পশু জয়দ্রথকে বিনষ্ট কর্ব্বো! যদি নাপারি, প্রাণ পরিত্যাগ কর্ব্বো।

কৃষ্ণ। ভগিনি! শোক ক্ষোভ পরিত্যাগ কর, শূরপুরুষেরা যে শ্লাঘ্যমৃত্যু প্রার্থনা করে, কুমার সেই পদবী প্রাপ্ত হয়েছে। আমি ঈশ্বরের নিকট কায়মনোচিত্তে প্রার্থনা করি, আমার বংশীয়েরা যেন ঈদৃশ মৃত্যু

মুখেই জীবনযাত্রা সমাপন করে। কুমার পিতা পিতৃব্যের অসংখ্যশত্রুকে সমরশায়ী করেই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ করেছে। ফলতঃ ভগিনি! আমি অনুরোধ কর্চ্চি, তোমরা এ ক্ষণে যুদ্ধযাত্রা রহিত কর —”

অর্জ্জুন। দেবী, আমরা জীবিত থাক্‌তে যদি তোমরা শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম স্থলে সাক্ষাৎ করো, আমাদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন কি?—আমাদের ধনুর্দ্ধারণেরই বা উদ্দেশ্য কি?——আর আমাদের প্রাণধারণই বা কি নিমিত্তে?

দ্রৌপদী। আচ্ছা, আমরা শোক দুঃখের সঙ্গেই যুদ্ধযাত্রা পরিত্যাগ কল্লাম। কিন্তু দেখ হে সত্যবাদি ধনঞ্জয়! প্রতিজ্ঞাপালন যে পরমধর্ম্ম তা যেন স্মরণ থাকে। (সুভদ্রার প্রতি) সখি, চল, আর করা কি? আমরা অস্ত্রধারণ কল্লে আমাদের স্বামীর পৌরুষে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। দেখা যাক্ কতদূর হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণ। যাও সখি, তুমি সকলকে সা-

স্তব্ না কর গে। দেবি রুক্মিনি, দেবি সত্য ভামা, তোমরা যাদবরমণীদিগে নিবৃত্ত হতে বলগে, অকালে প্রলয় উপস্থিত কর‍্যা উচিত নয়।

রুক্মিণী। আচ্ছা সে ভার আমাদের প্রতি রইলো, আপনারা কুরুক্ষেত্রে গমন করুন। পরমেশ্বর আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

কৃষ্ণ। তার সন্দেহ কি? কথাই আছে যতোধর্ম্মস্ততোজয়। তবে আমরা বিদায় হই।

[কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান

দ্রৌপদী। তবে চল আমরাও সকলে যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিগে।

হিড়িম্বার পুনঃ প্রবেশ।

হিড়িম্বা। শুভকর্ম্মে বিলম্ব কেন?

দ্রৌপদী। সখি যুদ্ধযাত্রা রহিত করা হোল। সখা বাসুদেব এসে বারণ কল্লেন।

হিড়িম্বা। না তবেত কিছুই হলোনা! না কৌরবদের শোণিত পান করে্য পিপাসা নিবৃত্তি কর্ত্তে পেলম; না তাদের অস্থিগুলো চ

র্ব্বণ কর্ত্তে পেলেম! উহু! কিছুই হলোনা।— তা করা কি, চল্লেম, সময়মত উপস্থিত হব।

[হিড়িম্বার প্রস্থান।

সুভদ্রা। মা উত্তরা, আমার সঙ্গে এস মা। বাসন্তিকে, মধুকারকে, তোরাও আয়, এখানে থেকে কাজ নাই।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথমগর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

———ooooooo✱ooooooo———

হস্তিনা—ভানুমতীর শয়নমন্দির।

(ভানুমতী একাকিনী দৃষ্ট।)

ভানু। (দুঃখিত মনে স্বগত) এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, এ সময় কে না আহ্লাদিত? গগনমণ্ডলের মনোহর শোভায়, প্রকৃতির বিচিত্র মাধুর্য্যে কার না অন্তঃকরণ পুলকিত হয়েছে!—আহা! রজনীদেবীর কি দয়ালুস্বভাব! মানুষ সারাদিন নানাবিষয়চিন্তায় ক্লান্ত হয় বল্যে দেবী যেন সকলকে বিশ্রামসুখ দান করবার জন্যেই এসে উপস্থিত হন। এখন সকলেই বিশ্রামসুখ, নিদ্রাসুখ অনুভব কচ্চে, কেবল দুর্ভাগিনী বিরহিণীরা, আর আমার মত হতভাগিনীরাই এই সকলসুখে বঞ্চিত হয়ে, হয়ত ক্ষণেং দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌চে, নয়ত নয়নজলে ভেসে যাচ্চে! (অশ্রুপাত) আমি রাজার কন্যা, রাজার বধূ, মহারাজ দুর্য্যোধনের গেহিনী, পৃথিবীতে সুখসৌভাগ্যের নিমিত্তে

যা কিছু আবশ্যক, আমার তার কিছুর অপ্রতুলতা নাই। বাহির দেখলে বোধ হয়, আমার মত সুখিনী রমণী দুটি নাই। কিন্তু যদি কেউ আমার মনেরভিতর পরীক্ষে করে দেখে, তবে সে দেক্তে পাবে আমি একজন দরিদ্রের গেহিনী হতেও সহস্রগুণে হতভাগিনী! কুল, মান, ধন সম্পত্তিতে যদি সুখী হয়, তবে বটে আমি সুখী, কিন্তু প্রকৃত সুখত মনের উপর নির্ভর করে। তা আমার কি আর মনে কিছু মাত্র সুখ আছে! যখন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন অবধি প্রাণবল্লভ আমাকে অসুখী করে রেখেছেন! কি অশুভক্ষণেই তাঁর মনের মধ্যে পাণ্ডবদের হিংসাবীজ রোপিত হয়েছিল, বুঝতে পারিনা। সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে, ক্রমে২ শাখা প্রশাখা বিস্তার কল্লে, এই হিংসাতরুর কুসুমপ্রসবের সময়ই কপট পাশাখেলা হল, তার অযশ সৌরভ কি কৌরবদিগে অল্প নিন্দার ভাজন করেছে। এখন সেই তরু হতে গরলময়ফল সকল উৎপন্ন হতে লেগেছে! আমি এই হিংসাবীজের অঙ্কু

র সময় হতেই উন্মূলন চেষ্টা পাচ্চি; কিন্তু কপালের দোষে কিছুই কত্তে পাচ্চিনা!

চেটীর প্রবেশ।

চেটী। দেবীর জয় হোক। রাজমাতা ব-লে পাঠিয়েছেন, "সঞ্জয়ের মুখে শোনা গেল, সপ্তরথী একত্রিত হয়ে কুমার অভিমন্যুকে বধ করা হয়েছে, তাই কৌরবেরা আজ বড় আহ্লাদিত হয়েছেন, কিন্তু কাজটা বড় ভাল হয় নাই, এমন অধর্ম্মে নিস্তার নাই। তা আজ দুর্য্যোধন এলে তুমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাতে ভাইয়ে২ সন্ধি হয়, তার চেষ্টা পাবে। এই আমার অনুরোধ।"

ভানু। (সখেদে) তুমি তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলগে, একথা বলা বাড়ার ভাগ, আমি বরাবর সন্ধির কথা বলে আস্‌চি, কপালক্রমে কিছু কর্‌্যে উঠ্‌তে পাচ্চি না। তা যদি আজ মহারাজ এসেন, আবার বিশেষ করে চরণ ধর্‌্যে বল্‌বো।

চেটী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভানু। (স্বগত) প্রাণেশ্বরের কি দুর্ম্মতিই উপস্থিত হয়েছে! পিতা, মাতা, পিতামহ মুনি, ঋষি, ইষ্ট, কুটুম্ব কত জনেই না সন্ধিকর্ত্তে অনুরোধ কল্লে, আর পাণ্ডবদিগেরই বা কি বলা যাবে, তাঁরা পাঁচখানীগ্রাম বই্ত আর কিছুই চান নাই, না, উনি তাতেও সম্মত হলেন না। যুদ্ধই পণ! অধর্ম্মে কি যুদ্ধ জয়ী হওয়া যায়? এই অভিমন্যু, বল্‌তে গেলে ছেলে মানুষ, তা একে নাকি দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বড় বিখ্যাত বীরসকল এক যোট হয়ে একলা পেয়ে বধ করেছেন! কি অধর্ম্ম! কি ধর্ম্ম! ধর্ম্মে কি এ সয়! কখনই না।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

ভানু। (সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান) নাথ!—

দুর্য্যো। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) হয়েছে বোস, প্রেমাধীনকে এত আদার শোভা পায়না।

ভানু। নাথ, কুশল সব?

দুর্য্যো। তোমার প্রসাদে কুশল বই কি। পাণ্ডবদের এক মহারথী আজ নিপাত হয়েছে—”

ভানু। কে? অভিমন্যু?——

দুর্য্যো। তুমি জানলে কেমন করে?

ভানু। সঞ্জয় বলেছেন, তাই শুনেছি।

দুর্য্যো। (স্বগত) তবে বুঝি লক্ষ্মণের মৃত্যু সংবাদটা শুনে থাকবে!—তবেইত প্রমাদ ঘটল, কোথা আমি আমোদ প্রমোদ কর্ত্তে এলাম, না অশ্রুজল মুছাতে হবে!—না, না, শুনে নাই, শুন্‌লে এভাব দেখ্‌তেম না।

ভানু। সে যে বালক!——"

দুর্য্যো। না, না, সে অর্জ্জুন অপেক্ষাও বীর।——তা সে সব কথা এখন থাকুক। এরণক্ষেত্র নয়, যে যুদ্ধের কথা নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌বো। প্রিয়ে, আমি বড় ক্লান্ত হয়ে এসেছি তুমি আমাকে সুধাময় প্রেমালাপে তৃপ্ত কর। যুদ্ধ২ করে্য এত ব্যতিব্যস্ত হয়েছি যে তোমার অমৃতময় সহবাসসুখও সাধ মিটে ভোগ কর্ত্তে পাচ্চি না। দেখি ঈশ্বর দিন দেন কি না!

নেপথ্যে। গান।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

তারকামণ্ডলি মাঝে বিরাজে কি দ্বিজরাজ !
রসিক নাগর যেন, রমণীসমাজ মাঝ।

দুর্য্যো। গানটীর বেশভাব দিয়েছে।

ভানু। (বিরক্ত চিত্তে) দিগ্‌গে, আমার আর নাচ গান ভাল লাগে না। নাথ !

নলিনীর চিরপ্রিয় অলিননিচয়
গুন্ ২ স্বরে,
প্রেমের সংগীত গায়, সুধাধারা বরষায়
প্রতিতানে শ্রোতাদের শ্রবণবিবরে,
কিন্তু শুনে সেই গীত, হয় কি হে প্রফুল্লিত
নিশিতে পদ্মিনীদল না করে লোকন,
চিরপ্রিয় তপনের প্রফুল্ল বদন ?

দুর্য্যো। তা বটে, কিন্তু প্রিয়ে তোমার তপনদেব ত সাক্ষাতেই রয়েছেন। (হাস্য)

নেপথ্যে—

হেরি প্রিয় নিশামণি, প্রফুল্লিত কুমদিনী
প্রেমরসে প্রমোদিনী, পরি মনোহরসাজ।

ভানু। কুমুদিনীকেই ভাগ্যবতী বল্‌তে হবে, কেন না সে প্রাণবল্লভের প্রফুল্লবদন দেখে সর্ব্বদাই আহ্লাদসাগরে ভাস্‌চে। আমার তেমন কপাল কই? "আমি এক দিনের তরে প্রাণেশ্বরের প্রফুল্লবদন দেখে সুখী হতে পাল্লেম না——"

দুর্য্যো। কেন প্রিয়ে, এমন কথা যে? তোমাকে দেখলেই আমার সহস্র দুঃখ দূরে যায়, অন্তঃকরণ আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হয়— বিষণ্নবদন প্রফুল্ল হয়, এই আমার প্রফুল্লবদন দেখ। [কোপলযুগল স্ফীতকরণ।

ভানু। নাথ, যুদ্ধ২ করে্য কি আর তোমার দুশ্চিন্তায় প্রফুল্লতা মাত্র আছে? না আহার নিদ্রে, আমোদ, প্রমোদ কিছু আছে? কেবল কিসে পাণ্ডবদের অনিষ্ট হবে ——কিসে পাণ্ডবেরা পরাজিত হবে, এই ভাবনায় ভাবনায় সোনার শরীর কালী করে্য ফেল্লে——"

দুর্য্যো। (শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) না আমি কালী হব কেন? প্রিয়ে তুমি আ-

ম্মায় অত্যন্ত ভালবাস বল্যেই এমন কথা ব-ল্চো।——তা যাই হোক, পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তায় যদি আমাকে অস্থীচর্ম্ম সার করে্য অনাহারে তপস্যা কর্ত্তে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত আছি।

ভানু। (স্বগত) হয়েছে! যে দারুণ পণ একি পরিবর্ত্তিত হবে! বিশ্বাস ত হয়না, দেখা যাক। (প্রকাশে) প্রাণেশ্বর, কিছু মনে করো না, একটা কথা বলচি——"

দুর্য্যো। তা বল কেন্ না, মনে করবো কি আবার? আমার কাছে বল্‌তে কি তোমার শঙ্কা আছে?

ভানু। না বলচি কি, লোকে পরকে সুখী করবার জন্যে আপনি দুঃখ সহ্য করে্য, তা তুমি কি আপনাকে দুঃখসাগরে ভাসিয়ে দিয়েও পরকে দুঃখ দিতে যত্ন পাবে? এও কি উচিত?

দুর্য্যো। ঠিক বলেচ, লোকে তেমন ব্যবহার করে কেন? না আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। নিজে যে পরিমাণে দুঃখভোগ করে্য পরের

সেই পরিমাণে সুখ বৃদ্ধি দেখে অন্তঃকরণ আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হয়। তা আমারও সেই কথা। আমি যত কেন কষ্ট পাই না, যত কেন দুঃখ সহ্য করিনা, তাতে কয়ে যদি পাণ্ডবদের কণামাত্র ক্ষতি হয়, তবে আমার অন্তঃকরণ অনুপম সুখ লাভ করে? শত শত সাম্রাজ্য লাভেও তেমন সুখের সঞ্চার হয় না।

ভানু। (স্বগত) ই! কি ভয়ানক দ্বেষ! (প্রকাশে) নাথ, এরূপ স্বভাব তোমার তুল্য মহৎলোকের শোভা পায়না। পরের অনিষ্টে আহ্লাদিত হওয়া নীচাশয়ের কার্য্য——"

দুর্য্যো। পাণ্ডবেরা পর নয়, আশৈশব শত্রু, যদি শত্রুর অনিষ্টে আহ্লাদিত হওয়া নীচাশয়ের কার্য্য হয়, তবে আর মহৎ অন্তঃকরণের কার্য্য কি আছে?

ভানু। নাথ, এমন কথা বলবেনা, পাণ্ডবেরা তোমার মিত্র বই শত্রু নয়। তুমি যে মহাতরুর শাখা, তাঁরাও সেই তরুর শাখা; জ্ঞাতি, তুমিই কেবল বিদ্বেষবুদ্ধিতে তাঁদিগে শত্রু মনে কর। তাঁরা তা মনে করেননা।

মনে করো্য দেখ, যখন চিত্ররথ তোমাকে আমাদিগের সঙ্গে বন্ধন করো্য লয়ে যায়, তখন এক অর্জ্জুন কি আমাদিগের পরমবন্ধুর কার্য্য করেন নাই ?

দুর্য্যো। সে কথায় কাজ কি ? আমি বলছি, পাণ্ডবেরা আমার পরম শত্রু। যদি প্রতির আজ্ঞা সতীকে স্বীকার কর্ত্তে হয়, তবে তোমাকেও বল্‌তে হবে, পাণ্ডবেরা আমার পরম শত্রু। বল্‌বে কি না বল ?

ভানু। অবশ্য বল্‌বো, আমি কি তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবো, কখন করেছি, বল ?

দুর্য্যো। (সভয়ে) না, না, আমি তা বলি নাই।

ভানু। নাথ, স্ত্রীকে যেমন স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে চলতে পণ্ডিতেরা উপদেশ দিয়াছেন, তেমনি সময়২ স্ত্রীর কথা শুনতেও স্বামীকে উপদেশ দিয়েছেন। তা উপদেশ দিন আর না দিন, আমি তোমার কাছে একটী ভিক্ষা চাচ্চি, আমাকে দিতে হবে।

দুর্য্যো। (বহুমান পূর্ব্বক) প্রিয়ে তুমি

হচ্চো প্রয়াগরাজের কন্যা, যে কুরুকুল বিশ্ব-বিখ্যাত সেই কূলের বধূ, শতভাইয়ের জ্যেষ্ঠ মহামানী যে দুর্য্যোধন——ত্রিলোকবিজয়ী কর্ণ যার সখা, তার হৃদয়রাজ্যের রাজ্ঞী, তা তুমি ভিক্ষা চাবে, এ বড় বিচিত্রকথা! বি-শেষতঃ প্রিয়ে, আমি তোমার প্রেমক্রীত দাস, আমার কাছে কি চাবে? প্রাণ, মন সকলিত জন্মের মত দিয়ে রেখেছি। অদেয় কি আছে বল?

ভানু। নাথ, এমন কথা বল্যে এদাসী-কে অপরাধিনী কর্ব্বে না। অমনি যে ভাল বাস তাই যথেষ্ট। তা প্রতিজ্ঞা করে্য বল ত চাই।

দুর্য্যো। সহস্র বার প্রতিজ্ঞা করে্য বলছি, যা চাও তাই দেব, কিন্তু এক বিষয় আমাকে ক্ষমা কর্ত্তে হবে, তা আর কিছুই নয়, পাণ্ডব দের সঙ্গে সন্ধি। আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, তবু পাণ্ডবদের সঙ্গে——চির শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি কর্ত্তে পারবো না, আমি পায় ধরে বলচি তুমি আমায় এ বিষয়ে অনুরোধ করো না।

ভানু। (স্বগত) তবে আর আমি কি প্রার্থনা কর্ব্বো! (প্রকাশে) নাথ, বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি কিছু পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর্ত্তে বলচি না, যাতে কুরুকুলটী রক্ষা পায় আমি তাই কর্ত্তে বলচি।

দুর্য্যো। প্রিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে থাক, এ কুল নির্ম্মূল করে কার সাধ্য? পাণ্ডবদের— আর কুচক্রী কৃষ্ণের সাধ্য আমাদিগে পরাজয় করে? হুঁ পরাজয় ত দূরের কথা! এই যে কৃষ্ণের ভাগীনেয় অভিমন্যুকে বধ কল্লাম, তা অর্জ্জুন ত বড় বীর, কৃষ্ণত বড় বীরত্বের অহঙ্কার করো ফেরেন, তাকে রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেন না?

ভানু। অভিমন্যুকে বধ করা ত তোমাদের যশের কার্য্য বা বীরত্বের কার্য্য হয় নাই, বরং বীরধর্ম্মে কলঙ্ক রাখা হয়েছে। সে বালক, একাকী, তোমরা বড়২ বীর সকল যোট পাট হয়ে তাকে বিনষ্ট কল্লে। একি বীরধর্ম্মের অনুমোদিত কাজ করা হয়েছে?

দুর্য্যো। কেন? ওদের ভীষ্মবধে যেমন শ্লাঘা, আমাদের অভিমন্যু বধেও তেমন। শক্রুর অনিষ্ট করা, তাতে কি ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কর্ত্তে আছে। "ষেন তেন প্রকারেণ" শত্রুর সংখ্যা হ্রাস কর্ত্তে পাল্লেই হল।

ভানু। নাথ, এমন কথা মুখেও আনবেন না; তুমি যদি ধর্ম্মের অমাননা কর্ব্বে—সত্যের অপমান কর্ব্বে——ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন কর্ব্বে, তবে তারা আশ্রয় পাবে কোথা?——"

দুর্য্যো। কেন? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরইত আছেন। (হাস্য) আমি দ্বাদশবৎসর জটাবাকল ধারণ করে্য বনে২ ব্যাধেরমত ভ্রমণ কর্ত্তেও পার্ব্বোনা, বিরাটের দাসত্ব কর্ত্তেও পার্ব্বো না, ধর্ম্মের সেবা, সত্যের সেবা, ন্যায়ের আরাধনা কর্ত্তেও পার্ব্বো না। এসব কাজ পাণ্ডবদিগে সাজে, কৌরবেরা কোন মতেই এসব কাজের যোগ্য নয়। ভাল প্রিয়ে, তুমি বিবেচনা করে্য দেখ দেখি, আমি যদি যুধিষ্ঠিরের মত কেবল ধর্ম্ম২ করে্য মরতেম—কপট ব্যবহার না কর্ত্তেম, সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য কি আমার হ-

স্তগত হত? এত রাজা রাজড়া কি তোমার চরণতলে এসে মুকুট লুণ্ঠিত কর্ত্তো? এই ময়দানব নির্ম্মিত যুধিষ্ঠিরের অহঙ্কার স্বরূপ ইন্দ্রপ্রস্থের অদ্বিতীয় রাজধানী এসে কি আমার অধীনা হত? যে রত্নময় সিংহাসনে রাজসূয় যজ্ঞ সময়, অসংখ্য মহীপালের মুকুট অবনত হয়েছে, সেই রাজাসনে তোমাকে বামে লয়ে কি উপবেশন কর্ত্তে সমর্থ হতাম?

ভানু। নাথ, আমি অধর্ম্মের ইন্দ্রাসন হতে ধর্ম্মের ধরাশন সহস্রগুণে মূল্যবান বোধ করি—অধর্ম্মের একাধিপাত্য হতেও আমি ধর্ম্মের দাসত্ব পরমপ্রার্থনীয় জ্ঞান করি——অধর্ম্মের মণিমাণিক্য মণ্ডিত পরমরমণীয় মন্দির হতে ধর্ম্মিক-দরিদ্রের পর্ণকুটীর অনুপম সুখধাম বিবেচনা করি।

দুর্য্যো। তাহলে তোমাকে সৈরিন্ধ্রী হতে হত! পাঞ্চালীর জানি ফুলতোলা, হার গাঁথা, চন্দন ঘষা, অভ্যাস ছিল, তোমারত সে গুণটুকীও নাই, তা কেমন হত! (হাস্য)

ভানু। নাথ, পরিহাস পরিত্যাগ করো

কুরুকুলটী রক্ষা কর, যে পুত্র কুলরক্ষা করে, সেই পুত্রই পিতৃদেবতাদের প্রার্থনীয়। তুমি পাণ্ডবদিগের সঙ্গে শত্রুভাব পরিত্যাগ করে্যা বন্ধুভাব অবলম্বন কর। যে মহাতরুর সুশীতল ছায়ায় চিরকাল স্নিগ্ধ হয়ে, যার কুসুমসৌরভে চিরদিন আমোদিত থাক্‌বে, যার ফলে অমৃতপানাপেক্ষাও তৃপ্তিলাভ কর্ত্তে পার্ব্বে, বিদ্বেষবুদ্ধিতে সেই তরুর মূলে আঘাত করা তোমার তুল্য সুবোধলোকের কোন ক্রমেই উচিত হয় না।

দুর্য্যো। তবে কি তোমার ইচ্ছে, আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করি ?

ভানু। এত সন্ধি করা নয়, বুঝতে গেলে কুরুবংশটী রক্ষা করা, পরম সেবনীয়, ইহ পরকালের মিত্র যে ধর্ম্ম, তাই রক্ষা—আর আপনাদের প্রাণ মান রক্ষা করা।

দুর্য্যো। (সখেদে) হা আমি নিতান্ত হতভাগ্য! আমি নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য! আমি নিতান্ত পাপাত্মা—অধার্ম্মিক! নইলে

স্ত্রী আমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেবে কেন ? আমাকে ধিক্ ! আমার জীবনেও ধিক্ !!!

ভানু (সখেদে) নাথ, অভিমান কর্ব্বে না, আমি তোমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্চি না, বিপদকালে, স্ত্রী স্বামীকে যেমন বুদ্ধি দুটো কথা বলে থাকে। বিশেষতঃ শ্বাশুরী ঠাকুরুণেরও অভিপ্রায় এই। তিনি সন্ধি কর্ত্তে বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন।—মাতৃ আজ্ঞা পুত্রের প্রাণপণে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, পুত্রের পরমধর্ম্মই এই।

দুর্য্যো। তুমি দেখি ধর্ম্ম২ করে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে—”

ভানু। নাথ, উষ্ম হবে না, পরিণামে যে ঔষধি রোগের উপসম করে, প্রথমে তা তিক্ত বোধ হয়। দেখুন, মাতৃ আজ্ঞা পালন, যেমন তেমন কথা নয়। ধর্ম্মরাজ য়ুধিষ্ঠির এই মাতৃআজ্ঞা প্রতিপালন জন্যে শাস্ত্রের অননুমোদিত কার্য্য কর্ত্তেও পরাঙ্মুখ হন নাই। মাতৃ আজ্ঞায় অবাধে এক পঞ্চালীকে পাচভাইয়ে বিবাহ কল্লেন, এতে তাঁদের ধর্ম্ম বই

অধর্ম্ম করা হল না। তা তুমি কি মাতৃআজ্ঞায় সন্ধি কর্ত্তে——”

দুর্য্যো। (সকোপে) তা তোমার কি ইচ্ছে আমরা তোমায় একশত ভাইয়ে বিবাহ করি ?——হায়! আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য! আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই! আমি কৃত্রিম প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে মনে করি, ভানুমতী আমারই, তা আজ ধর্ম্মই মনের কথা বার কল্লেন। হায় হায় রমণীদের চরিত্র কি চমৎকার! কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।

ভানু। কি নাথ! তুমি আমায় এমন কথা বল্লে——” [মুর্চ্ছা।

দুর্য্যো। (সভয়ে) যাঃ! কি কল্লেম! কটুরহস্যে দেবীর মর্ম্মবেদনা দিলাম! (ভানুমতীকে ক্রোড়ে করিয়া) দেবি! দেবি! তোমার এদাস নিতান্ত অরসিক, পরিহাস কাকে বলে তা আজো জানেনা, তা তার অপরাধ ক্ষমা কর্ত্তে হবে। (অঞ্চলদ্বারা বীজন) না দেবীর এখনো চৈতন্য হলোনা। করি কি! হায়! আমি আপনি আপনার সর্ব্বনাশ কল্লেম!

এত যে অনর্থ হবে মূর্খতাবশতঃ কিছুই বুঝতে পাল্লেম না! (সকাতরে) দেবি! দেবি!—না শব্দ নাই!——হায়! কি হল! ইনি যে অভিমানিনী, হয়ত অভিমানে এ হতভাগাকে জন্মেরমত বিরহানলে দগ্ধহতে ফেলে গেলেন। (নাসাগ্রে হস্তদিয়া) না, না, হৃদয়! সুস্থির হও, নিশ্বাস প্রশ্বাস বচ্চে, এই যে মুক্তামালা পয়োধরের উপর কম্পিত হচ্চে। মুখে একটু শীতলজল সেচন করি (ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া) নিকটে জলপাত্রও নাই, সখীদিগে ডাকি, কিন্তু তারা সুধালেই কি বল্‌বো? (চিন্তাকরিয়া) হুঁ হয়েছে! দুর্য্যোধন কি সাধারণলোক! বুদ্ধের বৃহস্পতি শকুনি হচ্চে যার মাতুল, তার কি উপস্থিত বুদ্ধির অপ্রতুলতা আছে! আর কি বল্‌বো! বলবো পরিহাস করো দেবীকে একটী কুসুমফেলে প্রহার করেছি, তাতেই দেবী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন! একথায় কি বিশ্বাস কর্ব্বেনা? করবে বই কি? মহারাজা দুর্য্যোধনের মহিষীর প্রতি একথা অ-

মশাই খাটে! প্রিয়ে আমার কোমলাঙ্গী—(উচ্চৈঃস্বরে) কে এখানে?

দুইজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। আজ্ঞা করুন।

দুর্য্যো। দেবী মূর্চ্ছিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়া। কেন? হঠাৎ কি হল! ওমা একবারে শরীর নীল হয়ে গিয়েছে!

দুর্য্যো। (সকোপে) আগে চেতন করা, তারপর কারণ শুনিস্।

প্রথমা। (মুখে সলিল সেচন করিয়া) না, দেবীর ত এখনো চৈতন্য হলোনা। মহারাজ, দেবীকে হিমশিলাকুঞ্জেতে নিয়ে চলুন, সেখানে কুসুমসুবাসিত সুশীতলবায়ু সেবন কর্য়্যে দেবীর চেতন হবে এখন।

দুর্য্যো। চল, তাই করা যাক।

অচৈতন্যাবস্থায় ভানুমতীকে লইয়া দুর্য্যোধন এবং সখীদ্বয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথমগর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডবগণের শিবির।

পঞ্চপাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্ট।

যুধি। সারণ যে এখনো আসে না, এত বিলম্ব কেন ?

কৃষ্ণ। সে বড় সন্ধানী, বিশেষ তত্ত্ব না জেনে আস্‌বে না।

সারণের প্রবেশ।

সারণ। ধর্ম্মরাজের জয় হোক্!

যুধি। (ব্যগ্র হইয়া) সংবাদ কি বল ?

সারণ। বিপক্ষদিগের সমুদয় চেষ্টাই অবগত হয়েছি।

কৃষ্ণ। বিশেষ করে্য বল ?

সারণ। নিবেদন করি। মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করে্য সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীত হয়ে দুর্য্যোধনের নিকটে গিয়ে সকাতরে বল্লেন "কুরুরাজ! পুত্র শোকে ব্যথিত হয়ে

পার্থ প্রতিজ্ঞা করেছেন, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমাকে বধ করবেন, অন্যথা প্রাণ পরিত্যাগ কর্ব্বেন। ধনঞ্জয় যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ মানুষ, আমাকে বিনষ্ট করা বিচিত্র নয়। তা এখন আমাকে বিদায় দিন, আমি পলায়ন করেয়ে প্রাণ রক্ষা করি!——”

যুধি। একথা শুনে কুরুরাজ কি উত্তর দিলেন?

সারণ। কুরুরাজ আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়লেন! সহাস্যবদনে উত্তর কল্লেন ‘সিন্ধুরাজ! আজ আমাকে বড় সুসংবাদ শুনালে অর্জ্জুনের কি সাধ্য, যে আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে, সে দুরাত্মা আপনার মৃত্যুপথ আপনি প্রস্তুত করেছে, কুরুরাজের দক্ষিণপার্শ্বে কর্ণ দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হেসে বল্লেন “জয়দ্রথ! পাণ্ডবদের পদে২ প্রতিজ্ঞা আছে। প্রতিপালন কই? এই যে অর্জ্জুন আমাকে বধ কর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কই আজো ত আমি জীবিত রয়েছি!! তুমি নি-

শ্চিন্ত থাক, কর্ণ বীর জীবিত থাক্তে অর্জ্জুনের সাধ্য কি যে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে ?—"

অর্জ্জুন। বটে! যদি ধর্ম্মাচরণ করে্য থাকি, প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থাক্‌বে না।

সারণ। কর্ণের এইকথা শুনে পেছু থেকে দুঃশাসন সম্মুখে এসে বক্ষে চপেটাঘাত করে্য হাসিতে২ বল্লেন "সিন্ধুরাজ এই দেখ, আমি বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চি, কই ভীম না প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই বুক চিরে রুধির পান কর্ব্বে, তা কল্লে না! না অবসর পাচ্চে না!—"

ভীম। (সকোপে) যদি ভীমের গদা থাকে, গদা কেন অযুত গদার সমান এই (বাহু আস্ফালন পূর্ব্বক) বাহুযুগল থাকে, তবে সে না করে ছাড়্‌বেনা, আজি করুক, আর দুদিন পরেই করুক, কর্ব্বেই কর্ব্বে।

যুধি। ওঁদের পারুন না পারুন, বিদ্রূপ টুকী বিলক্ষণ আছে।

কৃষ্ণ। সময়ত এখনও যায় নাই, দেখা যাক্।

অর্জ্জুন। তার পর কি মন্ত্রণা কল্লে ?

সারণ। আর মন্ত্রণা কি? কুরুরাজ দ্রোণ গুরুকে ডাকালেন, দ্রোণ এলে সবিশেষ বল্লেন। গুরু প্রতিজ্ঞা করেছেন, বূহ নির্ম্মাণ করে্য তার মধ্য স্থলে সিন্ধুরাজকে লুকিয়ে রাখ্বেন, আর কৌরব বীরপুরুষেরা চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে থেকে প্রাণপণে সংগ্রাম কর্ব্বেন! ফল তাঁদের একান্ত চেষ্টা এই যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যেরূপেই হউক, সিন্ধুরাজকে কারো দৃষ্টিপথে পতিত হতে দিবেন না।

যুধি। তবেইত বিভ্রাট!

[বিষণ্ণ ভাব প্রদর্শন।

ভীম। তা হলেই ওদের নিষ্কণ্টকে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় কেমন? আ নরাধম ক্ষেত্রীয় কুলের গ্লানী পাপাত্মা সকল! র, র, তোরা কি ভীমের গদাতলে পড়্বিনে, আজ ত এ প্রতিজ্ঞায় পার হই, শেষ এক২ করে্য সমুদয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর্ব্বো।

[অধর দংশন এবং দন্তে২ কড়মড়ী শব্দ।

কৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া) এত জতুগৃহও নয়, বিষ প্রদান করাও নয়, কপট পাশা

খেলাও নয়, এ আর কিছু। দুরাত্মারা কি অ পনাদের অধর্ম্মফল একবার মনে করে না? —ভাল সারথি যাও, তুমি সমুদয় সৈন্যকে স সজ্জ হতে বল গে।

ভীম। ও একা কতজনকে বল্‌বে? আমি যুদ্ধসজ্জা সূচক ভেরী বাদন করি।

ভেরীনিনাদ ও সৈন্যগণের কোলাহল শব্দ।

নেপথ্যে। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়" ওহে বীরপুরুষ সকল, সসজ্জ হও! আজি তুমুল সং গ্রাম, দুরাত্মা কৌরবেরা যে অন্যায় যুদ্ধে কুমার অভিমন্যুকে বিনষ্ট করে অক্ষয় অধর্ম্ম সঞ্চয় ক রেছে; আজ তার প্রতিফল দিতে হবে, তা ধ র্ম্মরাজ আজ্ঞা কল্লেন, সকলে সুসজ্জিত হও।

অর্জ্জুন। প্রধান২ বীরদিগে এখানে আ- নিয়ে কার্য্যবিভাগ করেদ্দিলে ভাল হয়না? পূ র্ব্বেই শৃঙ্খল করা যুক্তি।

কৃষ্ণ। এই উচিত। বিশেষরূপ উৎসাহ দিতে হবে। সৈন্য মধ্যে একথাটী ঘোষণা ক- রে দাও। (৯)

ভীম। আমিই যাই।

যুধি। ক্ষতি নাই।

[ভীমের প্রস্থান।

নেপথ্যে। ওহে মহাবীর সকল! ধর্ম্ম রাজ আজ্ঞা কল্লেন, সকলে তার সঙ্গে সাক্ষাত করে্য যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বে। পাদচারী সৈন্যদিগের সাক্ষাৎ প্রয়োজন নাই।——অবশ্য২ এই আমরা একে২ চল্লেম।

[রথারূঢ় সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। ধর্ম্মরাজের জয় হোক।

যুধি। ওহে বীররত্ন! যদিও তোমার বীরধর্ম্ম বিশেষ বলা আবশ্যক করে না, কারণ তুমি এধর্ম্মের মর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছ, তবু এইমাত্র বলি, যাতে আজ নামানুরূপ কার্য্য কর্ত্তে পার, তৎপ্রতি মনোযোগসহকারে চেষ্টা পাবে। এক্ষণে যথোপযুক্ত সৈন্য লয়ে পূর্ব্ব বিভাগে গমন কর।

সাত্যকি। যেরূপ অনুমতি, আমার প্রাণপণ——সারথি, পূর্ব্বভাগে চল।

[শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক সাত্যকির প্রস্থান।

নেপথ্যে। আমার প্রিয় সখা অভিমন্যু-কে পামর কৌরবেরা অন্যায় সমরে বিনষ্ট করেছে। এটী আমার মনে যেন শেল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তা আজ আমি কৌরবকুল সংহার করে্য এই শল্য উদ্ধারকর্ব্বো? পাষণ্ডেরা নাকি এই কুকার্য্য করে্যও বড় আহ্লাদিত হয়েছে! হোক মূহূর্ত্তপরেই বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হতে হবে। আমার পুষ্পময় শর বজ্রময় শর অপেক্ষা কার্য্যকর হবে। [হুঙ্কার শব্দ।

যুধি। বুঝি আমাদের প্রদ্যুম্ন এসেছে, কুমার অভিমন্যুর সঙ্গে ওর বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, তা তার অকাল মৃত্যুতে বড় ব্যথিত হয়েছে। একে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়ে দিতে হবে।

পুষ্পরথারূঢ় প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন। ধর্ম্মরাজের জয় হোক!

যুধি। বৎস মীনকেতন! তোমাকে কি বল্‌বো? এই মাত্র বলি, এযুদ্ধ আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধ। সাবধান যেন কোন বিষয়ে কপট ব্যব

হার করা না হয়। ন্যায় যুদ্ধে যদি আমরা প-রাজিতও হই, হানি নাই।

কৃষ্ণ। বৎস তুমি পশ্চিমভাগের সৈন্য পত্য কর গে। সাবধান! আজি যেন যাদবদিগের বীরধর্ম্ম বিনষ্ট নাহয়।

ভেরীনিনাদ ও সৈন্যগণের কোলাহল শব্দ।

গজারূঢ় ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎ। ধর্ম্মরাজের জয় হউক!—কর্ত্তব্য উপদেশ করুন।

কৃষ্ণ। হে মায়াময় পুরুষ! তুমি আমাদের সঙ্গে থাক, কারণ ব্যূহ মধ্যে আমাদের পক্ষে তোমার তুল্য মায়ানিপুণ বীরের প্রবেশ করা আবশ্যক। দেখা যাক্। দ্রোণাচার্য্য আজ কেমন ব্যূহ নির্ম্মাণ করে৻ পাপাত্মা জয়দ্রথকে রক্ষা করেন।

ঘটোৎ। যে আজ্ঞা, তবে আমি অগ্রসর হই।

[প্রস্থান।

গদাপাণী ভীমের প্রবেশ।

ভীম। (ব্যগ্র হইয়া) আমি সমুদয় শৃঙ্খলা বদ্ধ কর্যে দিয়েছি, সকলেই আমাদের অপেক্ষা কচ্চে। (কৌরবদিগের কোলাহল শব্দ) ঐ শুনুন, কৌরবেরাও প্রস্তুত হয়েছে। আর ধৈর্য্য ধরা যায়না।

যুধি। হাঁ চল।

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হে বীরপুরুষ সকল! ধর্ম্মরাজ বলিতেছেন, ধর্ম্ম আমাদের শস্ত্র, ধর্ম্ম আমাদের অস্ত্র, ধর্ম্মই আমাদের বলবিক্রম, এযুদ্ধও আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধ। তা কোন বীরপুরুষ যেন বীরমদে মত্ত হয়ে—শত্রুপক্ষের কটু রহস্যে ব্যথিত হয়ে—সেই ধর্ম্মের অবমাননা ক'র্যে, শস্ত্র চালনা না করেন। ধর্ম্মযুদ্ধে—ন্যায়যুদ্ধে যে পরাজয়, তাও শ্লাঘ্য, বীরপুরুষেরা সে পরাজয়কে আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মরাজ ঐরূপ পরাজয়কে শত সাম্রাজ্য জয় করা অপেক্ষাও মূল্যবান জ্ঞান করেন।

বীরমদোন্মত্ত বীরবৃন্দের প্রতি বক্তব্য এই, তাঁরা যেন সমরসময় এটী মনে রাখেন, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুলাভ, সাক্ষাৎ কৈবল্য প্রাপ্তি। —ওহে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শুভ সময় উপস্থিত। যাত্রা কর।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

[রণবাদ্য এবং যোদ্ধাদিগের কর্ণভেদী হুঙ্কার শব্দ।

আকাশে অপ্সরাদিগের গান।

রাগিণী আলিয়া তাল কাওয়ালী।

মাভৈ মাভৈ! হে বীরসকল!
দলহ রিপুদল। বীর বংশে উলনে জন্ম,
করই বীরের কর্ম্ম, রাখহ বীরের ধর্ম্ম,
প্রকাশহ বাহুবল।
লহ লহ লহ যত্নে, শরপূর্ণ করি তূণ,
দেহ দেহ দেহ দেহ ধনুকে চাপিয়া গুণ,
সন্ধান২ শর হয়ে নিপুণ,
বাড়হ সাহস সবে শতগুণ।

যদি ইথে শত্রুবাণে, বিনষ্ট হও হে প্রাণে,
এসে এই দিব্যস্থানে, লভিবে বাঞ্ছিতফল। ১

এই যে রয়েছে শূন্য মণিমণ্ডিত ভবন,
মহেন্দ্রমন্দিরোপম মাধুর্য্য মনোমোহন,
সম্মুখ সমরে প্রাণ ত্যজে যে জন,
এই পুরে বঞ্চিবে এসে সে জন!
কে সুখী সমান তাঁর? তাঁর তুল্য ভাগ্য কার?
বীরত্বের পুরস্কার, দিবে হেথা আখণ্ডল!

বীর পরিচয় দিয়ে করিয়া অস্ত্র গ্রহণ,
রাখিতে স্বজাতি গর্ব্ব, যে না করে প্রাণপণ,
চিরস্থায়ী ভাবে অস্থায়ী জীবন।
ধিক্ ধিক্! কুল-কলঙ্ক সেজন।
বাঁচা তার বাঁচা নয়, মলে সে নরকে রয়
তার মরণে কার হয়, নিপতিত অশ্রুজল?

নেপথ্যে। কৌরবকুল সংহার কর— ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানী সেই পাপাত্মা জয়দ্রথের অস্থিচূর্ণ কর।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধস্থল।

সমবেত সৈন্যগণ্ডলি। পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ এবং কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, দুর্য্যোধন, জয়দ্রথ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত।

কর্ণ। যাই বলুন, ধনঞ্জয়ের তুল্য স্থির-প্রতিজ্ঞ লোক অতি অল্প দেখা যায়।

দুর্য্যো। তার সন্দেহ কি? এই সসাগরা পৃথিবীতে আর একটী এমন স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক আছে কি না, সন্দেহ স্থল।

শকুনি। (হাস্য করিয়া) কেবল ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মবলে, আর ধনঞ্জয়ের সত্যবলে পৃথিবী এতদিন রসাতলে যায় নি,—তা ধনঞ্জয় ত লীলা সম্বরণ কত্তে বসেলেন, এখন পাপাত্মা আমাদের অত্যাচারে বসুমতী পাতালে না যেয়ে কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারবেন না!

ভীম। অরে মূর্খ! তার সন্দেহ কি? তোদের মত কি আর পাপাত্মা নরাধম আছে—"

যুধি। ভাই ক্ষান্ত হও, ধর্ম্মের বহুমূল্যতা পাপাত্মার নিকট বলা বিফল। যারা স্থৎপাত্রের ব্যবসায় করে, তারা মণি মাণিক্যের মূল্য কি জান্‌বে বল ?

দুঃসা। আমরা ত আর একাচক্র নগরে কুম্ভকারের ব্যবসায় করি নাই, আর কুম্ভকারের অন্নে জীবন ধারণ করি নাই!—

কর্ণ। ছি! এখন কি পরিহাসের সময়। দেখ, দেখ, মহাত্মা ধার্ম্মিক প্রধান পার্থের গতি দেখ।

ভীম। (দন্তকড়মড়ি করিয়া) ওরে ধৃতরাষ্ট্রের কুসন্তান, অমিত নিস্তেজ কাপুরুষের মত তোরে কতকগুল বৃথা কথা কব না, তোর বক্ষ বিদীর্ণ কর্‌্যে, উষ্ণ রুধির পান কর্‌্যে এর উত্তর দেব।

দুঃসা। (বক্ষ প্রসারণ পূর্ব্বক) অনুগ্রহ করে্য পান কল্লেই পারেন। আমিত প্রস্তুতই আছি।

কর্ণ। অহে বৃকোদর, আজ যেমন অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ কর‍্যে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক-

ল্লেন, তুমি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌বে এখ-ন। ব্যস্ত হয়েছ কেন ?

ভীম। অরে কৌরবদের পালিত কু-ক্কুর!—

অর্জ্জুন। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) আপনি ওদের কথার উত্তর কর্‌বেন না। এবচসার সময় নয়। ক্ষান্ত হোন।

ভীম। আচ্ছা, আমি নিবৃত্ত হলেম, কি কর্‌বো বল।

কৃষ্ণ। আপনি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করুন।

ভীম। আমাকেই এই নিষ্ঠুরের কর্ম্ম কর্ত্তে হবে ?

অর্জ্জুন। মেজ দাদা, আপনি আমার প্রতিজ্ঞাপালনের সহায়তা কর্‌বেন না ?

ভীম। ভাই, তুমি এই সূতপুত্র কর্ণ-কে বধ কর্‌বে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তা পূ-র্ণ কত্তে চেষ্টিত হতে আমি প্রাণপণে সহায়তা কত্তেম।

কর্ণ। কল্লেই হয়, আমিত প্রস্তুত আছি কেমন হে অর্জ্জুন, ধনুর্দ্ধারণ কর্ব্বো নাকি ?

অর্জ্জুন। ওহে কর্ণ! তুমি বীরধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে বীর বল্যে পরিচয় দিয়ে, এমন অসময়ে যুদ্ধ প্রার্থনা কচ্ছো। তা ভাই! —”

ভীম। ওকি তোমার ভাই সম্বোধনের যোগ্য, ও নীচ জাতি! সূত! বিশেষত ও যে কুরুদের পোষা কুক্কুর! ওতে কি ক্ষত্রিয়ের তেজ আছে, না বীরত্ব আছে, ও কুরুরাজের যশোগায়ক বন্দী।

কর্ণ। দেখুন, দেখুন, উনি আমাকে অকারণে গালি দিচ্চেন?

যুধি। ক্ষান্ত হও। আর তোমাদের দুঃখ কি, আজি বিধাতা তোমাদিগে নিষ্কণ্টক করে্য দিলেন। (ভীমের প্রতি) ভাই বৃকোদর! আর কেন? এখন শত্রুতা পরিত্যাগ কর। যদিও পার্থের মৃত্যু আমাদের শোকের কারণ, তা ভাই যখন আমার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ কচ্চে, তখন আর শোকই কি দুঃখই কি? বিশেষতঃ এ শোকত আমাকে ক্ষণকাল সহ্য কত্তে হবে

না। আমার প্রতিজ্ঞাই আছে, একটী ভাইরত্ন হারালে আমি প্রাণধারণ কর্‌বো না।

দুর্য্যোধন। দেখ সখা, পাণ্ডবদের বড় সৌভাত্র ভাই। ভাইয়ে২ এমন ভাব দেখা যায় না।

ভীম। অরে! তুই যেমন সহোদরদিগে, একটী নয় দুটী নয়, আটানব্বইটী সহোদরকে আমার গদাঘাতে চূর্ণমস্তক হতে দেখেও ঘৃণিতজীবনধারণ করো্য আছিস, আমারদিগেও কি সেই মত মনে করিস? তুই কি মনে করিস্ ধনঞ্জয় আর ধর্ম্মরাজ প্রাণত্যাগ কল্লে আমি এই জীবনভার বহন কর্ব্বো? কখনই না, আমারও ঐ গতি।

দুর্য্যো। (স্বগত) আমারও অই প্রার্থনা। তুমি থাকলে যে শত্রুর প্রধানটী থেকে যায়, গেলেই মঙ্গল। (প্রকাশে) না, না, এমন উচিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ। কুরুরাজ, ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচার করা, সকল লোক দিয়ে চলে না।

শকুনি। অহে যদুরায়! ভীম যে বল্‌

লেন, কুরুরাজ ভাতৃশোক সহ্য করেও বেঁচে আছেন, এর একটা কারণ আছে। বুঝলেন কি না, কুরুরাজ ভাতৃশোকে প্রাণ পরিত্যাগ কর্তেন, তা বুঝলেন কি না, উনি ভাবলেন আমি যদি প্রাণত্যাগ করি, তবেত বৃকোদর যে উরুভঙ্গ করবার প্রতিজ্ঞা করেছে, তাত পূর্ণ হয় না! তা বুঝলেন কি না, যে কটা দিন বৃকোদর উরুভঙ্গ করে প্রতিজ্ঞাপূর্ণ না করেন, সে কটা দিন আমাদের অনুরোধে বেঁচে আছেন। (হাস্য)

দুঃশা। ঠিক বলেছ মামা!

ভীম। অরে দুরাত্মা, দৈব আমাদের নিতান্ত বিরুদ্ধ, তাই বেঁচে গেলি, নতুবা ধৃতরাষ্ট্রের আটানব্বইটী কুপুত্রকে যে পথে পাঠিয়ে ছিলেম, দুঃশাশন দুর্য্যোধনকেও সেই পথে পাঠাতাম, তা কি করবো! দৈব দুর্ঘটনা!!

অর্জুন। বৃথা বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। চিতার আয়োজন করুন।

ভীম। হাঁ তাই করি——

দুঃশা। তোমার একা কর্ত্তে অনেক বিলম্ব হবে তা আমিও সহায়তা করি।

কৃষ্ণ। হানি কি? বান্ধবের কার্য্যইত এই।

ভীম কর্ত্তৃক চিতা প্রস্তুত।

জয়। ধনঞ্জয়! চিতাত প্রস্তুত হয়েছে, আর অপেক্ষা কি?

ধন। না আর অপেক্ষা নাই, সকলকার কাছে বিদায় লওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

দুর্য্যোধন। (জনান্তিকে) দ্রোণগুরু কৃপাচার্য্য কোথায় হে?

কর্ণ। তাঁরা এঘটনায় আন্তরিক দুঃখিত হয়েছেন, গুরু মনে২ পার্থকে বড় ভালবাসেন।

দুর্য্যোধন। তা জানা আছে! তাতেই বড় একটা মনোযোগ দিয়ে সংগ্রাম করেন না।

শকুনি। গুরুর এখনো বিশ্বাস পাণ্ডবেরাই বিজয়ী হবে।

কর্ণ। ইহলোকেত নয়, তবে পরলোকের কথা বল্‌তে পারি না।

দুর্য্যোধন। ধর্ম্মভীরু যুধিষ্ঠিরই পরলোক বিশ্বাস করে। পরলোক আবার একটা কি? এখানকার সুখই সুখ।

শকুনি। তা বই কি?

কৃষ্ণ। সখা ধনঞ্জয়, সমুদয় প্রস্তুত হয়েছে। পুঞ্জ২ চন্দন কাষ্ঠও আনা হয়েছে, ঘৃত সুগন্ধ দ্রব্যেরও অভাব নাই, সত্বর হও। তুমি অগ্নি প্রবেশ কর্য্যে, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর——শত্রুদিগের আনন্দ বৃদ্ধি কর।

কর্ণ। বাসুদেব, এঘটনায় আমরা বাস্তবিক সুখী হই নাই। কারণ কি? আমাদের শস্ত্রবল দেখান হল না।

ভীম। তাত লক্ষ্যভেদে, ভদ্রাহরণে আর ভীষ্মবধেই দেখিয়েছ, আক্ষেপ কেন?

যুধি। ভাই ক্ষান্ত হও। এখন বচসার সময় নয়। আমরা আর দুদণ্ড পরেই পৃথিবীর সমুদয় সুখ ঐশ্বর্য্য কৌরবদিগে সমর্পণ কর্য্যে ইহলোক পরিত্যাগ কর্ব্বো। ওঁরা সচ্ছন্দে সুখভোগ করুন।

শকুনি। হাঁ আমরা পাপাত্মা নরাধম

তা এই নরক ভোগ করি! আপনারা ধার্ম্মিক, সত্যব্রত, কলুষপূর্ণ ইহলোকে বাসকরা কি আপনাদিগে সাজে? তা বুঝলেন কি না, আপনারা সুরলোকে গিয়া নিত্যসুখ সম্ভোগ করুন।

কৃষ্ণ। (সহাস্য বদনে) সর্প যে পর্য্যন্ত হত না হয়, বক্রগতি পরিত্যাগ কর্ত্তে পারে না। জীবীতাবস্থায় সাধ্য কি যে সে সরল হয়ে চলে।

শকুনি। তা বলে ত আর আমরা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করে্য সরলগতি দেখাতে পারিনা। কেমন? [হাস্য।

যুধি। ভাই বাসুদেব! তুমি ও কি আত্ম বিস্মৃত হলে।

কর্ণ। না ওঁর বড় স্মৃতি শক্তি! সেই যে বাল্যকালে নন্দগৃহে নবনীত চুরি করে্য খেয়েছিলেন, আর নন্দরাণী উদুখলে বন্ধন করে্য রেখেছিলেন, তা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন নাই। [হাস্য।

কৃষ্ণ। হাঁ তা আমার স্মরণ আছে,

(স্বগত) শীঘ্রই এর প্রতিফল পাবে। এখন যে মন আহ্লাদিত হয়েছ, ক্ষণকাল পরে সেইরূপ বিষণ্ণ হতে হবে।

চিতায় অগ্নি প্রজ্বলন।

দুর্য্যো। ধনঞ্জয় খাণ্ডব দাহন করে্য অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, তাই তিনি পার্থকে আলিঙ্গন কর্ত্তে শিখাবাহু প্রসারণ করেছেন।

নেপথ্যে। বৃদ্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে শ্রবণ কল্লেন, আজি প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হয়ে ধনঞ্জয় অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছেন। ধর্ম্মরাজ, ভীম প্রভৃতি সকলে তাঁর অনুগমন কর্ত্তে উদ্যত। তা তাতেই তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে, জন্মের মত ভ্রাতুষ্পুত্রদিগে দেখ্‌তে এসেছেন।

দুর্য্যোধন। (সবিস্ময়ে) কি! পিতা এসেছেন। বড় আহ্লাদের সময় পিতার সাক্ষাৎ পেলাম।——অর্জ্জুন! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর পিতা সাক্ষাৎ কর্ত্তে আস্‌ছেন।

অর্জ্জুন। (স্বগত) বৃদ্ধরাজের আর ক্রূর

তা গেল না। (প্রকাশে) তা আসুন আমার বিলম্ব আছে।

শকুনি। (জনান্তিকে) গতিকটা বড় ভাল দেখছিনা! বৃদ্ধরাজ সেকালের মানুষ, দুটো স্তব স্তুতি শুনলেই ভুলে যান। বিশেষতঃ যুধিষ্টিরকে দেখ্‌লেই উনি আত্মতত্ত্ব ভুলে বসেন। কতকষ্টে পাশায় পাণ্ডবদিগে পরাভব করে্য এনেছিলাম, বুঝলে কিনা? সিংহদিগে জালবদ্ধ করেছিলাম, অন্ধরাজের বুদ্ধি দোষেইত সব গেল। তা বুঝলে কি না, আমার মত আপনি আগেই বৃদ্ধরাজকে সতর্ক করে্য রাখেন, বুঝলে কি না, যেন পাণ্ডবদের মধুর কথায় সর্ব্বনাশ না ঘটান।

দুর্য্যো। (জনান্তিকে) ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। আমি যাই। (প্রকাশে) সখা কর্ণ, আমরা বৃদ্ধরাজকে অগ্রসর হয়ে আনি গে।

কর্ণ। চলুন।

অর্জ্জুন। যান। আমি তার অপেক্ষায় রইলেম।

যুধি। জ্যেঠামহাশায় এসেছেন। তা-

লই চরম সময় তাঁর চরণপদ্ম দেখ্‌তে পাবো।

ভীম। (স্বগত) মহারাজ আজো এই কুরু কুলের কজ্জলকে চিন্তে পান নাই। ওর তুল্য কি আর খলঅন্তঃকরণ মধুরমুখ দুটী আছে?

ধৃতরাষ্ট্র. দুর্য্যোধন, এবং কর্ণের প্রবেশ।

ধৃত। (সস্নেহে) বৎস যুধিষ্ঠির! তোমাকে দেখ্‌লে আমার তাপিতপ্রাণ শীতল হয়, চক্ষু জুড়ায়।——

ভীম। (স্বগত) চক্ষের মাথা খেয়ে বসেছেন; তবু দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়! না চক্ষে শূল বেঁধে? বেটা কি মায়ারাক্ষস! মায়া কান্না কান্তে এলো।

ধৃত। বাপু! তোমাকে দেখ্‌লে আমার সেই পাণ্ডুকে মনে পড়ে। ভাই আমাকে কি সাধারণ ভক্তি কর্ত্তো! আ! [অশ্রুপাত।

ভীম। (স্বগত) তোমার ভ্রাতৃস্নেহ শোনা আছে, যদি তুমি আমার পিতাকে ভাল বাস্‌তে, তা হলে আর তিনি বনচারী হয়ে ফির্‌তেন না।

ধৃত। তা বাপু, এস তোমাকে আ. ম করে্য তাপিত প্রাণ শীতল করি।

যুধি। (নিকটে গিয়া) জেঠা মশা প্রণিপাত করি। [প্রণিপাত।

ধৃত। (আলিঙ্গন করিয়া) আ! আমার শরীর আজ অমৃতরসে অভিষিক্ত হল।

যুধি। (চরণরেণু মস্তকে লইয়া) আজ আমার আত্মা পবিত্র হল। চরমসময় যে আপনার চরণপদ্ম দেখ্‌তে পেলাম, এই আমার শুভাদৃষ্ট বল্‌তে হবে।

ধৃত। না, না, এ প্রতিজ্ঞা কিছু নয়, অর্জ্জুন ছেলেমানুষ, না বুঝে এক কথা বলেছে, তাবলে কি সে প্রাণত্যাগ কর্‌বে। তা হবেনা

দুর্য্যো। (স্বগত) এইত বুড় সর্ব্বনাশ ঘটায় দেখি! এত বুঝিয়ে বলে এলাম।

ধৃত। কই অর্জ্জুন কোথা?

অর্জ্জুন। (নিকটেগিয়া প্রণাম পূর্ব্বক) জ্যেঠা মশায়, এই যে আমি, আজ্ঞাকরুন!

ধৃত। (আলিঙ্গন করিতে২) এস, বাপু এস?

ভীম। (স্বগত) বেটা আমাকেও না খোজ করে? তা বইত লোকাচারে একটা প্রণাম না কর্য্য পারাযাবে না। এবেটা যে পাপাত্মা, একে কি ভাক্ত হয়?

ধৃত। ভাল ভীম কোথা? সে কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বে না?

অর্জ্জুন। দাদা, এখানে আসুন।

ভীম। (স্বগত বিরক্ত হইয়া) ছাড়লেনা বেটা। (প্রকাশে) জেঠা মশায়, যে ভীমকে আপনার পুত্র বাল্যকালে বিষপান করিয়েছিল, জতুগৃহে ভাইদের সঙ্গে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছু কর্ত্তে পারে নাই। আর যে ভীম আপনার আটানব্বইটী সন্তানকে গদাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেছে, যদি এই দৈবদুর্ঘটনা না হত, তবে যে ভীম দুঃশাসনের বুকচিরে রুধির পান কর্ত্তো, আর গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন কর্য্যে মাথার মুকুটটী পদাঘাতে চূর্ণ করে ফেল্‌তো, সেই ভীম আপনাকে প্রণাম কর্ছে।

দুর্য্যো। শুন্‌লে মূর্খের কথা!

ধৃত। (স্বগত) বাঁচলে করা অসম্ভব ছিলনা, তা বাপু আজি তোমার সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে, চিন্তানাই। (প্রকাশে হাস্য করিয়া) বাপু, তোমার বাল্যকাল হতেই স্বভাবটা কিছু উগ্র! তা আচ্ছা, সকলি করো। তারজন্যে আমি দুঃখিত নই।

যুধি। (সকাতরে) জ্যেঠামশায়, ভীমের অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন! জানেনইত, যে বাল্যকাল হতেই একটা গোয়াঁড়।

ভীম। (স্বগত) আমি যা বলি, ঠিক্ বলি। আমার কাছে, মুখ চাওয়া চাওয়ী নাই।

ধৃত। তা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, তবে অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। আজ্ঞা করুন।

ধৃত। আমি বলি, তুমি অগ্নিপ্রবেশ এ দারুণ পণ পরিত্যাগ কর।

শকুনি। (ব্যাগ্র হইয়া) না, না, উনি তা কর্ব্বেন কেমন করে, বুঝলেন কিনা, ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করেছেন——

ধৃত। (স্বগত) অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন

করিবার লোক নয়। তা মুখে দুট শিষ্টাচার করিনা কেন? [প্রকাশে] তা কল্লেই বা। আমিও ত অর্জ্জুনের গুরুলোক, তা আমার আজ্ঞাপালন করাওত ওর এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বল্‌তে হবে।

অর্জ্জুন। আজ্ঞে এমন অনুমতি করবেন না। আমি ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করেছি। কেমন করে লঙ্ঘন করি? বরঞ্চ আপনি এই মনন করে্য সুখী হোন, যে আপনার বংশের একজন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে অগ্নিপ্রবেশ করে্য প্রাণ ত্যাগ করেছে।

ধৃত। হাঁ বটে, তোমার তুল্য সত্যপরায়ণ কুলপাবন পুত্র ভরতকুলে অল্পই জন্মগ্রহণ করেছে।

কৃষ্ণ। বৃদ্ধরাজ! আপনি আর সখাকে এবিষয়ে অনুরোধ করবেন না। কারণ, সখা বড় সত্যপ্রিয়, আমার অনুরোধও গ্রাহ্য করবার নাই।

ধৃত। আচ্ছা, অর্জ্জুন যেন প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা সে অগ্নি প্রবেশ কল্লে? যুধিষ্ঠির,

ভীম সহদেবের,নকুলের প্রাণত্যাগের প্রয়োজন কি?

যুধি। দেব, আমাদের সকল ভাইয়েরই এই প্রতিজ্ঞা, যে একটা ভাই জীবনরত্ন হারালে আর কেউই দেহভার বহন করবো না। তা প্রতিজ্ঞার অন্যথা করা ভয়ানক পাপ! জেনে শুনে কেমন করে্য এপাতকে লিপ্ত হতে পারি, বলুন?

ধৃত। না. না, তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও ধর্ম্মের শাসন লঙ্ঘন করোনা। তা কি দুঃখের বিষয়! ধর্ম্ম ধার্ম্মিককেও এরূপে বিপন্ন করেন! কালই বলবান!——হায় কি হল! তবে আজ ভাই পাণ্ডুরবংশ নির্ম্মূল হল! জলপিণ্ডের প্রত্যাশা গেল!

কৃষ্ণ। না, না, বন্ধু, উত্তরা গর্ব্ভবতী আছে [স্বগত] কার জলপিণ্ডের প্রত্যাশা যায়, এখন তার নিশ্চয়তা কি?

ধৃত। হা বৎস। যুধিষ্টির! তবে আর তোমার বদনচন্দ্র দেখ্‌তে পাবনা। আমাকে কে আর তোমার মত ভক্তি শ্রদ্ধা কর

বে ! হা ! বীর বৃকোদর ! হা বীর ধনঞ্জয় ! হা সহদেব ! হা নকুল ! একেই ভাই পাণ্ডুর বিরহে অহরহ দগ্ধ হচ্চি, তোমরাও আবার অনাথ কর্য়ে চল্লে ?

যুধি। তাত ! শান্ত হোন্ ! দৈবই বলবান ! দুর্য্যোধন, আর দুঃশাসন রইল !

ধৃত। বাপু, তোমরা ভাইয়েং ঝগড়া বিবাদ যা কর না কেন, আমার কাছে, দুর্য্যোধনও যেমন তুমিও তেমন, দুঃশাসনও যেমন ভীমও তেমন।——"

ভীম। তার আর ভূল কি ?—পাশাখেলার সময় "কিং জিতং ? কিং জিতং ?" বল্যে কে নেচে উঠেছিল ? জেঠামশায় ! অধিক মমতা জানাবেন না, ভীমের সকলি স্মরণ আছে ?

ধৃত। (স্বগত) ভীম এখনও একথাটা মনে কর্য়ে আছে। ভাগ্যেত এই ঘটনায় পাণ্ডবেরা নির্ম্মূল হল, নচেৎ এক ভীমের ক্রোধানলে কুরুকুল নলবনের ন্যায় দগ্ধ হত।

যুধি। ভাই এখন আর গুরুজনের মর্ম্ম বেদনা দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হল। এখন শত্রুভাব পরিত্যাগ কর—অন্তঃকরণ সরল কর—সকলের কাছে বিদায় হও।

কৃষ্ণ। সত্বর হও, সত্বর হও, সখা অর্জ্জুন, ভাই, তোমার যা কিছু বক্তব্য থাকে, শীঘ্র বল্যে লও। প্রতিজ্ঞাপালনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যাক্তিদের শৈথিল্য দেখ্‌লেই সাধারণে সন্দিগ্ধ হয়।

অর্জ্জুন। তা আমি আর কাকে কি বল্‌বো বল ? তবে সখা, তোমায় আমায় অভিন্নহৃদয় ছিলাম,——”

কর্ণ। তা বলে উনি আর তোমার সহগমন কর্‌বেন না। জীবিতসময় অনেকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু মৃত্যু সময় কেউ কারো সঙ্গী হয় না।

অর্জ্জুন। সখা, তুমি আমাকে শত শত বিঘ্ন বিপদে আশ্রয় দিয়েছ, আমি তোমার কৃপায়—তোমার সহায়তায় অশেষ সঙ্কট হতে

উত্তীর্ণ হয়েছি। একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, দুজনে একত্র ভ্রমণ করেছি; তোমার তিলেক বিচ্ছেদ আমার যুগ সহস্রের মত অসহ্য বোধ হত। তোমার সাক্ষাৎ আমার মূর্ত্তিমান উৎসব ছিল। তা সখা, এখন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, যেন জন্মান্তরে তোমার মত অকৃত্রিমবন্ধু পাই। এস, জন্মের মত আলিঙ্গন দাও।

কৃষ্ণ। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) সখা, তোমার এ বিদায়বাক্য শ্রবণ করো্যে অন্তঃকরণ কেঁদে ওঠে। কিন্তু আবার যখন স্মরণ হয়, যে সখা সত্যপালনের জন্যে প্রাণ পরিত্যাগ করছে, তখন আর শোক মনে স্থান প্রাপ্ত হয়না; বরং এখন আমি এই মনে করো্যে আত্মাকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করি যে, তোমার তুল্য একজন সত্যব্রত স্থিরপ্রতিজ্ঞ বন্ধু লাভ হয়েছিল, তা যাও, যেমন বালক নির্ভয় হৃদয়ে, প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে জননীর কোমলক্রোড়ে আরোহণ করে, সেইরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় আরোহণ কর। আমি এক্ষণে ঈশ্বরের

র নিকট এই প্রার্থনা করি, লোকে যেন তো র মত সত্যপ্রিয় বন্ধুরত্ন প্রাপ্ত হয়। যাও, তোমার প্রতিজ্ঞাও নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হোক।

অর্জ্জুন। সজলনেত্রে (যুধিষ্ঠিরকে আ-লিঙ্গন করিয়া) দেব এই আলিঙ্গনই আমার শেষ আলিঙ্গন! এ হতভাগ্য আর আপনার চ রণরেণু মস্তকে ধারণ করে্য, সর্ব্বাঙ্গে ভূষণকরে্য দেহধারণের সার্থকতা লাভ কর্ত্তে পারবে না। আমি মনে করে্য ছিলাম, আর আপনিও আ-শা কর্ত্তেন, কৌরব পরাজয় করে্য, আমি আপ নাকে সসাগরা বসুমতীর একাধিপত্যে অভি-ষিক্ত করবো। কিন্তু বড় দুঃখ এই যে, দৈবের প্রতিকূলতায় তার কিছুই কর্ত্তে পাল্লেম না!

[অশ্রুপাত।

কর্ণ। ইহলোকেত পাল্লেই না, তা প-রলোকে যেয়ে করো, আমরাওত আর এ খানে চিরকাল থাক্‌বোনা। [হাস্য।

যুধি। ভাই, মানুষের মনোরথ সকলি অলীক, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সমুদয় ঘটনা হচ্ছে

থাকে। তা ভাই, তার জন্যে সাধুলোকেরা দুঃখিত হননা। ঈশ্বর মঙ্গল সঙ্কল্প, তাঁর এরূপ সঙ্কল্পে কখনই অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই। যদি, আমাদের এইরূপ নিধনসাধন তাঁর অভিপ্রেত হয়, কে খণ্ডন কর্ত্তে পারে? তা ভাই এস, জন্মের মত আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন) এখন ঈশ্বরের কাছে, ভক্তিভাবে এই প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভাই পাই। আর লোকেও যেন তোমার মত সত্যপরায়ণ সহোদর লাভ করো সুখী হয়। যাও, অগ্রসর হও, আমিও এলাম বলে।

অর্জ্জুন। (ভীমের প্রতি) দাদা, বিদায় দিন (আলিঙ্গন) আর এ হতভাগ্য আপনার ভোজনাংশ বিবাদ করো আহার কর্ব্বে না!—আর এ হতভাগ্য যুদ্ধ সময় আপনার বাহুযুগলের সহায়তা প্রাপ্ত হবেনা! আমরা দুজনে যত আশা করেছিলাম—যত কল্পনা করেছিলাম, দৈব নিতান্ত বিমুখ! তার কিছুই কর্ত্তে পাল্লেম না। ধর্ম্মরাজ রইলেন, তাঁর অনুগত হয়ে চলবেন, তিনি যাতে আমার

বিরহে দুঃখিত না হন, তার চেষ্টা কর্ব্বেন।—

দুর্য্যো। (সভয়ে) কি ভীম প্রাণত্যাগ কর্ব্বেনা। তবেইত সর্ব্বনাশ।

অর্জ্জুন। দুঃখিনী দ্রৌপদীর দুঃখ যাতে দূর হয়, সর্ব্বতোভাবে তার চেষ্টা কর্ব্বেন—আর কি বল্‌ব, নকুল সহদেব রইলো, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ লালন পালনে সর্ব্বদা মনোযোগ রাখবেন।

ভীম। অর্জ্জুন! তুমি কি বলেছ ভাই! আমার যে স্বপ্নবৎ বোধ হয়। [নিস্তব্ধ।

কর্ণ। আরো কত স্বপ্ন দেখ্‌বে এখন। [হাস্য।

অর্জ্জুন। ভাই নকুল সহদেব! তোমরা আমাকে একবার আলিঙ্গন কর। আমি আর তোমাদের সুকোমল শরীরের স্পর্শ সুখে অমৃত সাগরে——আনন্দসাগরে অভিষিক্ত হবনা! এই জন্য ক্ষোভ! (উভয়কে আলিঙ্গন) ভাই! আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্তে তোমাদিগে পরিত্যাগ করে্য চলেছি, তোমরা আমাকে নিষ্ঠুর মনে করোনা!

নকুল সহদেব। আমরা আর কি সুখে থাক্‌বো? [অশ্রুপাত।

দুঃশাসন। (মৃদুস্বরে) না থাক্‌লেই ভাল।

যুধি। ভাই অর্জ্জুন, জ্যাঠা মহাশয় আর দুর্য্যোধন কর্ণ প্রভৃতিকে সম্ভাষণ কর। এখন সকলেরই সরল হওয়া উচিত।

শকুনি। আমরা কি সরল হতে পার্‌বো? আমরা হচ্চি গোপের——মর সাপের জাত, আমরা না মল্লে আর সরল হইনা।—হও হে হও, সরল ধর্ম্মরাজ (!) বলছেন, তোমরা একবার সরল হও।

অর্জ্জুন। (ধৃতরাষ্ট্রকে বন্দনা করিয়া) জ্যাঠা মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন যেন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।

ধৃত। (মনেং আহ্লাদিত হইয়া) কিতান্তই সত্যপ্রিয়তা দেখাবে?——আর বাধা দেওয়া ভাল দেখায়না, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দেওয়াও অধার্ম্মিকের কার্য্য, তা প্রতিজ্ঞা পালন হচ্চে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, এস, পরমেশ্বর তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন।

অর্জ্জুন। (দুর্য্যোধনকে বন্দনা করিয়া) ভাই, সরলমনে বিদায় দিন, এতদিন ভাইয়ে ভাইয়ে যত বাদ বিসম্বাদ করেছি, যত মন্দ বলেছি, তা এখন ক্ষমা করুন।

দুর্যোধন। (আহ্লাদিত মনে) তুমিও যেমন ভাই, সে সকল কি আর এখনো মনে কর্‌বো। এস, জগদীশ্বর তোমার প্রতিজ্ঞা অব্যাঘাতে পূর্ণ করুন।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এই পূর্ণ হয়, বড় বিলম্ব নাই।

অর্জ্জুন। আমি কৌরব পক্ষের কি ছোট, কি বড় সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান করে্য সকলের নিকট বিদায় হলেম।

কৌরবদলের সকলে। সাধু অর্জ্জুন! সাধু অর্জ্জুন! তুমি যথার্থ সত্যপ্রিয়!

দুর্যো। সখা, দেখ দেখি ভীম অমন কাষ্ঠ পুত্তলের মত নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

কর্ণ। (সহাসে) ও স্বপ্ন দেখ্‌চে।

[উভয়ের হাস্য।

অর্জ্জুন। (স্বপক্ষীয় সকলের প্রতি) হে বন্ধুবর্গ! হে সাহায্যকারী সুহৃদ সকল! তোমাদের স্মরণ আছে, আমি প্রতিজ্ঞা ক-রেছিলাম, যে যদি আজ সূর্য্যদেবের অস্ত গমনের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে শরানলে আহুতি দিতে নাপারি, তবে সন্ধ্যার সময় আত্মজীবনকে বহ্নিমুখে আহুতি দিব। তা দুর্ভাগ্যক্রমে দিবামধ্যে জয়দ্রথকে সংগ্রামক্ষেত্রে সাক্ষাৎ না পাওয়াতে আমাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কর্ত্তে হয়েছে। তা অগ্নি প্রবেশের সময়ও উপস্থিত। এখন আমি সকলের নিকট সমরসাহায্যের নিমিত্ত শত২ বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, বিদায় প্রার্থনা কচ্চি, সকলে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, যেন আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ত্তে পারি।

সকলে। সাধু অর্জ্জুন! সাধু অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। আমার আরো এই অনুরোধ, এতদিন আপনারা যেরূপ বলবিক্রম প্র-কাশ করে আমাদিগে এই ঘোরতর সংগ্রামে সহায়তা করেছেন, এখনো সেইরূপ—বরঞ্চ

আমি জীবিত নাই; এইটী মনে করো সেই রূপ কি তদধিক বিক্রম বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক আমার ভ্রাতৃবর্গকে আনুকূল্য করবেন।

যুধি। ভাই, তুমি কি আমার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়েছ যে বীরবৃন্দকে যুদ্ধে সহায়তা কর্ত্তে বলছো?

দুর্য্যোধন। (সভয়ে) বলে কি?

অর্জ্জুন। আমার যা বক্তব্য বল্লাম। আপনাদের যা কর্ত্তব্য করবেন।

দুর্য্যো। বাঁচলেম, তাইতে বলি!

যুধি। হাঁ কর্ত্তব্য স্থির করাই আছে।

শকুনি। সুবোধলোকেরা আগেই কর্ত্তব্য স্থির করে রেখে থাকেন।

কৃষ্ণ। সখা, সত্বর হও। যত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্ব্বে, ততই তাদের শোক বৃদ্ধি হবে, মমতা বৃদ্ধি হবে।

অর্জ্জুন। না, এই অগ্নি প্রদক্ষিণ করি। (করুণ বাদ্যারম্ভ) হে ত্রিলোকপাবন হুতাসন! তোমার পবিত্রশিখা সংস্পর্শে অতি

পাপাত্মারাও পবিত্রতা লাভ করে্য, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম——”

নেপথ্যে। নাথ! একটু অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর।

অর্জ্জুন। ওকে করুণস্বরে শব্দ করে? বোধ হয়, পাঞ্চালী।

যুধি। হাঁ, হতে পারে, তাঁর কাছেওত এসংবাদ পাঠান গিয়াছে।

নেপথ্যে। নাথ,তুমি আমাকে নাবল্যে আমার অনুমতি না লয়ে একদিনের নিমিত্তে প্রবাসে যাও নেই, সেই যে সুরলোকে গিয়েছিলে,তাও আমার অনুমতি লয়ে গিয়েছিলে। তা আজ, আমার অনুমতি না লয়ে, আমার কাছে বিদায় না হয়ে, কেমন করে চিরকালের মত পলায়ন কচ্চো? নাথ, তুমি কি এত নিষ্ঠুর হয়েছ? সে প্রেম——সে স্নেহ কি একবারে বিসর্জ্জন দিয়েছ? খানিক অপেক্ষা কর, আমি একবার তোমার চরণপদ্ম দেখে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করি।

দুর্য্যো। পাঞ্চালীর শব্দের মত বোধ

হয়। আ কি আপদ! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক- ল্লেই যে কাজ হয়েছিল।

রথারোহণে সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। নাথ, একি আবার রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

শকুনি। (মৃদুস্বরে) কেবল রাজসুয় য- জ্ঞের অনুষ্ঠান নয়, পাশাখেলার উদ্যোগ।

কৃষ্ণ। সখি, সখা যে প্রতিজ্ঞা করেছি- লেন, তা সমুদয় অবগত আছ, দুর্ভাগ্য ক্রমে আজ দিবা মধ্যে জয়দ্রথ যুদ্ধে বিনষ্ট না হও য়াতে সখা প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত এই অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছেন। তা সখি, তুমি বীরপুত্রী, বীরধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকলই তোমার জানা আছে, এখন প্রসন্নবদনে ধনঞ্জয় কে বিদায় দাও, আর একতান মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তোমার প্রাণবল্লভ নিষ্কন্ট কে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

দ্রৌপদী। সখা, আমি এঘটনায় একটু ও দুঃখিত হচ্চি না। বরং আমার প্রাণবল্ল-

ভের সত্যপ্রিয়তায়——স্থিরপ্রতিজ্ঞতায় আপনাকে ভাগ্যবতী বল্যে বিবেচনা কচ্চি।

সুভদ্রা। দাদা, আপনি মনে করবেন না যে আমিই কাতরা হচ্চি। হাঁ এদুর্ঘটনায় আমার অশ্রুজল বার হতে চাচ্চে বটে; কিন্তু আমি এই বলে তা সম্বরণ কচ্ছি যে, রে নয়ন যুগল! এত তোমার অশ্রুপাতের সময় নয়! কেন না বল্লভ আমার অপমৃত্যুর মুখে পতিত হন নাই। তিনি সত্যপ্রিয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে আপনার অমূল্য জীবন ধনকে উপেক্ষা কচ্চেন।

কর্ণ। (স্বগত) যেন মূর্ত্তিমতী বীরতা!

শকুনি। উঃ কি ভয়ানক সাহস! হবে না কেন? বাসুদেবের ভগ্নী কি না।

অর্জ্জুন। প্রিয়ে পাঞ্চালি, তুমি আমা দিগে স্বামিত্বের বরণ করে্য প্রায় দুঃখভোগেই জীবনের অধিককাল অতিবাহিত কল্লে!—

দুর্য্যো। (মৃদুস্বরে) কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে বরণ কল্লে তা হত না। (হাস্য।

অর্জ্জুন। তা দেবি, পার্থত জন্মের মত বিদায় হল, তোমাকে আর আমি কি বলবো বল! যাতে আমার শোকে জননী কাতরা হয়ে প্রাণত্যাগ না করেন, সেই চেষ্টা করবে, তাকে সর্ব্বদা প্রবোধ দেবে। এই আমার অনুরোধ——

দ্রৌপদী। (হাস্যবদনে) আ ভ্রান্ত! তুমি কি মনে করেছ, তোমার বিরহে তোমার ভ্রাতৃবর্গ আর এহতভাগিনী জীবিত থাকবে? না, না, তুমি তাদিগে এত কৃতঘ্ন বিবেচনা করো না। ঐ দেখ ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর আর নকুল সহদেব প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, আমিও প্রস্তুত।

দুর্য্যো। (স্বগত) এহতভাগিনী পুড়ে মরবে নাকি, দুর্ব্বুদ্ধি আর কি? আমার কাছে থাকে না কেন?

অর্জ্জুন। দেবি ভদ্রে! আমাকে প্রসন্নমনে বিদায় দাও, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, পরিহাসে যত অপরাধ করেছি, স্বগুণে ক্ষমা করো। দেবি, আমিবড়ই লজ্জিত হচ্চি, যে

আমি পুত্র হন্তাদের প্রাণ বধ করে্য ইহলোকে পরিত্যাগ কর্ত্তে পাল্লেম না! হা পুত্র অভিমন্যু! আমি নিতান্ত হতভাগ্য! তোমার পিতা হয়ে তোমার অন্যায়বধকারি পাপাচারিদের প্রাণদণ্ড কর্ত্তে পাল্লেম না!——"

কৃষ্ণ। সকলি দৈবের উপর নির্ভর করে।

অর্জ্জুন। তা দেখি, ধর্ম্মরাজের যেরূপ প্রতিজ্ঞা বোধ হয়, তিনিই সোদরদিগে সঙ্গে করে্য আমাদের সহগমন কর্ব্বেন; পাঞ্চালীর পাতিব্রত্যও আমার জানা আছে——"

দুর্য্যো। (স্বগত) পাঁচজনের স্ত্রী, তার আবার পাতিব্রত্য!

অর্জ্জুন। তা তিনিও যে অনুগমনে বিরত হন, আমার এমন বোধ হয় না। তবে পুত্রশোকাতুরা, জননীর প্রবোধের জন্যে কে রল তুমি আর সখা শ্রীকৃষ্ণই রইলে; দেখ, দেখি, যেন জননী আমার পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়ে প্রাণত্যাগ না করেন। যখন তিনি "হা পুত্রগণ! হা কুমার সকল! বল্যে অচেতন হ-

বেন, তখন তুমিই আমার স্বরে তাঁকে মা মা বলে ডেকে চেতনা করিও। (অশ্রুপাত।

সুভদ্রা। একথা তোমার সখাকে বল, আমিও তোমার সহগামিনী হব। তোমার দুঃসহ বিরহব্যাধি ভোগ করবার জন্যে আর এই সার শূন্য জীবন ধারণে আশামাত্র নাই।

অর্জ্জুন। সখা কৃষ্ণ, সকল প্রত্যাশা ত ফুরাল, পাণ্ডবেরা আজি নির্ম্মূল হবে। তা ভাই, তোমায় এই আসন্নকালে এই অনুরোধ আমার মা যখন "হা পুত্রগণ! হা পুত্রগণ!" বল্যে শোক দুঃখে মূর্চ্ছা যাবেন, তখন তুমিই ভাই আমার স্বরে তাঁকে মা, মা, বলে চেতন করিও। দেখ আমার এই অনুরোধ যেন বিস্মরণ হইও না।

কৃষ্ণ। প্রাণান্তেও না,—সত্বর হও।

অর্জ্জুন। মায়ের শোক নিবারণের আর একটী উপায় বল্যে দি, বধূ গর্ভিনী রইলেন, দেবী রুক্মিণীকে বল্‌বে, যেন যত্নপূর্ব্বক, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বধূ প্রসূতবতী হলে, মা সেই কুমারকে দেখেও কতক শোক

নিবারণ কত্তে পারবেন। সেই কুমারই ভবিষ্যতে পিতৃ দেবতাদের জল পিণ্ডের আশ্রয়॥

যুধি। হায় এমন বিশালবংশ যে এরূপে নির্ম্মূল হবে, স্বপ্নেও মনে উদিত হয় নাই।

কৃষ্ণ। ভাল, তোমার সেজন্য চিন্তা নাই।

নেপথ্যে। ওরে যুধিষ্ঠির! আমার ভীমার্জ্জুন, নকুল সহদেব কোথা? আমি এই প্রায় চৌদ্দ বৎসর হল বাছা তোদের চাঁদ মুখ দেখ্‌তে পাইনে রে! বাছা, এই চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত আমার অশ্রুধারা অনবরতই পড়্‌চে। তা বাছা, তোরা আমার সেই অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে, মাবোলে একবার কোলে আয় বাপ!

সকলে। দেবী কুন্তী উপস্থিত।

যুধি। হায় কি হল! আমাদের এই দুর্দ্দশাকাণ্ড দেখে কি মা আর প্রাণে বাঁচবেন। ভাই বাসুদেব! কেমন হল! মা আমার এদু

সমাচার শুন্‌লে আর মুহূর্ত্তকাল প্রাণ রাখ্‌বেন না।

চেরীর সহিত সজলনেত্রা কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। ওরে ও যুধিষ্ঠির! তোরা পাঁচ ভাই আমার কোলে আয় বাপ! আমি বড় দুঃখিনী, অনেক দিনহতে তোদিগে কোলে লতে পাই নাই। তোরাত আমার বেঁচে আছিস্। [যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারণ এবং যুধিষ্ঠিরের জননীর পদ রজ গ্রহণ চেষ্টা] থাক্ বাছা, এমনিই তোমরা বেঁচে থাকো।

দুর্য্যো। [স্বগত] আর মুহূর্ত্তকাল পরে এলেই সকলকে দেখ্‌তে পেতে!

কর্ণ। [জনান্তিকে] জন্মের মত সোহাগ করে নিক্।

কুন্তী। আমার ভীমার্জ্জুন, নকুল সহদেব কই? [একেবারে চারি ভ্রাতার মাতার নিকটে গমন এবং বন্দনা করণ] এস বাছা সকল এস! (ক্রোড় ধারণ) আ! আজ অ-

নেকদিনের পর তোদিকে দেখে; আমার তাপিত প্রাণ শীতল হল, আমার মৃতদেহে প্রাণ এল।

কৃষ্ণ। পিসি! প্রণাম করি।

কুন্তী। এস বাপ এস, তুমিই আমার অন্ধের যষ্টি। বাছা তোমার হাতেই আমার পাঁচটী প্রাণ সমর্পণ [কৃষ্ণের হস্তে পঞ্চ সহোদরের হস্ত দিয়া]। বাছা শ্রীকৃষ্ণ, তুমি বাপ সকল বিপদেই আমাদিগে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ; তা এখনো আশ্রয়দিয়ে নিরাপদে রাখ্‌তে হবে।——বাছা কৃষ্ণ! এরা আমার বড় দুঃখের ধন! এরা এ দুঃখিনীর গর্ভে জন্মে অবধি সুখ কেমন দেখে নাই। তোমার অগোচর কি বাপ? তোমার পিসে বনবাসী ছিলেন, এ পাঁচ কুমার নিরাশ্রয়ে গহনবনে জন্ম গ্রহণ করে। তা যাহোক, অল্পকালেই এরা আবার পিতৃহীন হয়, পৈত্রিক রাজ্যটুকীও যায়, তা তাতে দুঃখ মনে করি নাই।——”

দুর্য্যোধন। (স্বগত) এবেটী এসে যে একবারে সাত কাণ্ড আরম্ভ কল্লে!

কুন্তী। বৃদ্ধরাজ যে অবস্থায় রাখলেন, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে রইলাম। তা কেমন পোড়া অদেষ্ট, ছেলে গুলি মানুষ না হতে ই দুর্য্যোধন হিংসে কত্তে লাগ্‌লো, ভীমকে বিষ খাওয়ালে, জলে ডুবিয়ে দিলে, বড় পুণ্যের জোর ছিল তেই বেঁচে রইল! তার পরই বা সুখ কোথা! শেষ কুমন্ত্রণা কর্য্যে, বারণাব্রতে পাঠিয়ে দিলে, ভাগ্যে দেওর বিদুর সন্ধান বল্যে দিয়েছিল, নইলে সেই রাত্রিরেই মা বেটা সকলে পুড়ে মর্ত্তেম।——”

কর্ণ। [স্বগত] মা এ অল্পে ইতি দেবেনা দেখ্‌চি;

কুন্তী। তা সে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে ভিক্ষুকের বেশে দেশে২ ঘুরে ফিরলেম! বাছা, কোন্ রাজকুমার—রাজপত্নী এমন ধারা ভিক্ষা কর্য্যে খেয়ে থাকে? শেষ পাঞ্চাল নগরে গিয়ে দ্রুপদ রাজার কাছে একটু মাথা গুজবার স্থান পেলাম। তা দ্রৌপদীর বিয়ে

নিয়ে কি কম যন্ত্রণা পেয়েছি। বাছা সে দিন আমার ভীমার্জ্জুন যে এত রাজা রাজড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণে২ বেঁচে ছিল, তা কেবল পরমেশ্বর দুঃখিনীর বাছাদিগে দয়া করে বাঁচিয়েছিলেন।

কৃষ্ণ। হাঁ আমি সব জানি।

কুন্তী। বাছা! শেষ কপটপাশা খেলে কৌরবেরা আমার কি সর্ব্বনাশ না কল্লে! আমার সোনার বাছাদিগে জটা বাকল পরিয়ে তপস্বী সাজিয়ে, সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে, একদিন দুদিন নয় বারো২ বৎসর——আবার অজ্ঞাতবাস এক বৎসর প্রতিজ্ঞে করিয়ে দেশ হতে তাড়িয়ে দিলে। এই এত এত দিন ধর্ম্মে২ বাছারা কত কত আপদ বিপদ হতে নিস্তার পেয়ে আপনাদের রাজ্য সম্পত্তি ফিরে দিতে বল্লে,——রাজ্য সম্পত্তি দূরে থাকুক, তুমি আপনি যেয়ে পাঁচখান গ্রাম ভিক্ষে স্বরূপ চাইলে, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর কৌরবেরা তাতেও সম্মত হল না, হায়! এযুদ্ধে দুদলের কত শত ক্ষেত্রীকে প্রাণধন বিসর্জ্জন দিতে হচ্চে, তার

সংখ্যা কি ? তা এ যুদ্ধ কি শেষ হবেনা! বাছা যাদব! আমি বলি, কৌরবেরা রাজ্যধন নিয়ে সুখে থাকুক, আমরা নাহয় সকলে বনে যাই। তবু আর যুদ্ধ করে্য, জ্ঞাতি বন্ধু ক্ষয় করে্য, জ্ঞাতি বন্ধুর স্ত্রীদিকে বিধবা করে্য, জ্ঞাতির জননীদের ক্রোড় শূন্য করে্য কাজ নাই। কপালে থাকে সকলি হবে।

দুর্য্যো। (স্বগত) এই তোমারই ক্রোড় শূন্য হয়! বড় বিলম্ব নাই।

কৃষ্ণ। সে সময় গিয়েছে, বড় বিপদ উপস্থিত। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ দিবামধ্যে জয়দ্রথকে বধ করবেন, যদি নাপারেন, সন্ধ্যার পর আপনি অনলমধ্যে প্রবেশ করে্য প্রাণ পরিত্যাগ করবেন। তা দিবামধ্যে জয়দ্রথকে বধকরা হয় নাই। এই অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত, সখা এখনি প্রবেশ করবেন।

কুন্তী। হাঁ আমি একথা বিদুরেরমুখে শুনে বড় বিস্মিত হয়ে এলাম। আমার যুধিষ্ঠির জন্মাবচ্ছিন্নে অধর্ম্মাচরণ করে নাই।

ন্তা তার অদৃষ্টে এমন দুর্ঘটনা হবে? আমার ত বড় অসম্ভব বোধ হয়। বিশেষতঃ যদি তাই হবে, আমার প্রাণ কেঁদে উঠছেনা কেন?

কৃষ্ণ। তা কেমন কর্‍্যে বল্‌ব। দেখা যাক্ ঈশ্বরের ইচ্ছা অলঙ্ঘনীয়। যদি ধর্ম্ম রাজের ভাগ্যে এমন দুর্ঘটনা না হয়, ভালই।

দুঃশা। হবে না, ধর্ম্ম এসে হাত দিয়ে ধরে রাখবেন। প্রাণ কেন্দে উঠে কি না, ক্ষাণিক পড়েই টের পাবে এখন।

কুন্তী। তা যাই হোক্, বাছা অর্জ্জুন! যদি যথার্থই আমার ভাগ্যে অকালে পুত্রশোক লেখা থাকে, তবে এড়াব কেমন কর্‍্যে? কিন্তু বাছা, তুমি প্রতিজ্ঞে করেছ। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ক্ষেত্রীদের বিশেষতঃ পাণ্ডবদের চিরকেলে ধর্ম্ম। তা তুমি এখনি অগ্নিতে প্রবেশ কর, কিছু ভয়করো না, যদি তোমাদের ধর্ম্মে অচলাভক্তি থাকে, সত্যে শ্রদ্ধা থাকে, তবে অগ্নিও তোমাকে দগ্ধ কর্ত্তে পারবেন না।

দুর্য্যোধন। (জনান্তিকে) সখা, হলে কি? মন্ত্র তন্ত্র করবে নাকি?

কর্ণ। আপনিও যেমন, মন্ত্র তন্ত্র কি অগ্নির কাছে খাটে?

কৃষ্ণ। সখা, সত্বর হও, প্রতিজ্ঞা পালন কর।

অর্জ্জুন। [কুন্তীর পদ রাজ গ্রহণ করিয়া] মা, বিদায় হই।

কুন্তী। [আহ্লাদে] যাও, প্রতিজ্ঞে রক্ষা কর; ভয় কি?

অর্জ্জুন। সখা, আমিত চল্লেম, তা আমার গাণ্ডীব ধনু আর কে ধারণ করবে, তোমাকেই দিয়ে যাই——"

কৃষ্ণ। না, না, ও তোমার বীরত্বের চিহ্ন, পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সঙ্গে লয়ে যাও।

জয়। হাঁ তাই কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন। (অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া) হে ত্রিলোকপাবন অনলদেব! আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দিবা মধ্যে জয়দ্রথকে যুদ্ধে নিধন

কর্ব্বো, নয় অগ্নিতে প্রবেশ করে্য প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো—

কৃষ্ণ। (স্বগত) আর অপেক্ষা কি? এখনও বেলা দুদণ্ড আছে, চক্র গ্রহণ করিলেই সূর্য্যদেব প্রকাশিত হবেন। (চক্রগ্রহণ এবং সূর্য্যের প্রকাশ, সকলে বিস্ময়াপন্ন, প্রকাশে) সখা, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করো। (অর্জ্জুন অমনি শর দ্বারা জয়দ্রথের মস্তকচ্ছেদন করিলেন) আর জয়দ্রথের ছিন্নমস্তক তার তপস্যারত পিতার হস্তে নিক্ষেপ কর। [শরদ্বারা মস্তক প্রেরণ।

পাণ্ডব পক্ষের সকলে। ধর্ম্মরাজের জয়! ধর্ম্মরাজের জয়। [প্রাণভয়ে কৌরবদিগের পলায়ন।

[পাণ্ডবদলে আহ্লাদ সূচক বাদ্য।

বন্দিগণের গান।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালী।

জয় ধর্ম্মরাজের জয়! যতোধর্ম্মস্ততোজয়। কি ভয় কি ভয়! যার আছে ধর্ম্মবল, শস্ত্রবল সৈন্যবল, সকল তার করতল, অক্লেশে সে লভে জয়। (১৩)

কি করিতে পারে বল বজ্রময়-বর্ম্মে,
কি করিবে ব্রহ্মঅস্ত্রে শস্ত্রে অসিচর্ম্মে,
যদি নাহি থাকে মতি অচলিত ধর্ম্মে,
বিজয় কি কভু হয় কেবল অধর্ম্মে ?
ঈশ্বর ধার্ম্মিক জনে, কৃপা কণা বিতরণে,
বাঁচান ভয়ঙ্কর রণে, দিয়ে নিজ পদাশ্রয়। ১
ক্রুরমতি কুরুদল প্রবল পাপ-অংশে,
আপনি আহ্বান করে আপনার ধ্বংসে,
মরিতে আপনি অহী আপনারে দংশে,
করে পাপ পাবে তাপ মজিবে সবংশে !
কে কার বল শত্রু ভবে ? কেবা কার মিত্র হবে,
নিজ গুণে দোষে সবে, লভে জয় পরাজয়। ২

যুধি। (আহ্লাদে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই, তুমিই যথার্থ পাণ্ডবদের বিপত্তারণ ! এ যে স্বপ্নবৎ ব্যাপার হয়ে গেল ! ভাই একবার ব্যাপারটা বিশেষ করে্য বল দেখি, শুনে তৃপ্ত হই।

অর্জ্জুন। [কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া] সখা, তোমার প্রসাদেই আজ পাণ্ডবেরা পৃথি

থাঁতে রইলো। ভাই, তুমি আমাদিগে কিনে রাখলে! এ যে কাণ্ড, বুদ্ধির অগম্য। তাইতে তুমি সত্বর হও, সত্বর হও বল্যে অগ্নিপ্রবেশ কর্ত্তে উত্তেজনা করছিলে?

কৃষ্ণ। ভাই, এরূপ চাতুরী না কল্লে কি আজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় ছিল? আমি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত চেষ্টা করে দেখলাম, জয়দ্রথের সাক্ষাৎ নাই। শেষ বিবেচনা কল্লাম, এখন যদি চক্রদ্বারা সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করে না রাখি, আর কৃত্রিম সন্ধ্যা উপস্থিত না করি, জয়দ্রথের সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্ল্লভ হবে। তা এই বিবেচনা করে, মায়া কল্লাম, যেন যথার্থই সন্ধ্যা হল। কৌরবদের আহ্লাদের শেষ নাই, জয়দ্রথও এসে উপস্থিত হল। আমি অবসর পেয়ে চক্র উত্তোলন কল্লেম, দিবাকরও প্রকাশ পেলে, জয়দ্রথেরও নিধন করা হল, হরিষবিষাদে কৌরবদিগকেও নিদারুণ মর্ম্মবেদনা দেওয়া হল।

[আহ্লাদে ভীমের নৃত্য।

যুধি। ভাই বাসুদেব, ভাল আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, জয়দ্রথের ছিন্নমস্তক তার পিতার হস্তে নিক্ষেপ কত্তে বল্লে কেন ? সিন্ধুপতি তপস্যা কচ্চেন ?

কৃষ্ণ। দেব, জয়দ্রথের পিতা শিবের তপস্যা করে এই বর লয়েছিল যে, যে ব্যক্তি তার পুত্র জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করে্য ভুতলে নিক্ষেপ করবে, তার মস্তকও তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হবে, তা তপস্যারত সিন্ধুরাজের হস্তে জয়দ্রথের মুণ্ড নিক্ষেপ করাতে সে উহা যেমন ভূতলে চকিত হয়ে ফেলে দিয়েছে, অমনি তার মস্তক ছিন্ন হয়ে প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে।

যুধি। (কৃষ্ণকে পুনরালিঙ্গন করিয়া) ভাই, তুমি পাণ্ডবদের বিপদসাগরের কাণ্ডারী।

কুন্তী। বাছা কৃষ্ণ! আমি জানি, তোমার অনন্তলীলা! আজ যে কাণ্ড করে্য আমাদিগে বাঁচালে, তোমা বই কার সাধ্য এমন অদ্ভূত কাজ কত্তে পারে? বাছা, তোমার প্রসাদে আমার সব হবে।

কৃষ্ণ। পিশি, এখন আর কি করবো বল ?

কুন্তী। বাছা, তোমার কাছে, এখন আর তখনকার কিছু প্রার্থনীয় নাই। আমি ব্যাস জা বালীর কাছে শুনেছি, তুমি ঈশ্বরের অবতার। তা এখন তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি—

কর কর ধার্ম্মিকের নিয়ত মঙ্গল।
হর হর অবনীর অনিষ্ট সকল॥
পূর্ণ কর কবিদের সাধু মনোরথ।
লভুক পরমগতি এই "জয়দ্রথ॥"

কৃষ্ণ। তথাস্তু।

যবনিকা পতন।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

বিজ্ঞাপন।

মুখসর্ব্বস্ব—ভণ্ডতপস্বী নাটক।

কপটাচারী নব্যসম্প্রদায়ীদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ক কৌতুক পূর্ণ উক্ত নাটক সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। গ্রহণেচ্ছুগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে পত্র লিখিলে প্রচারমাত্র পাইতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সুলভযন্ত্রে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

জানকী নাটক		১
বিধবাবঙ্গাঙ্গনা		॥০
কবিতাকৌমুদী		।০
ঘরথাক্তে বাবুই ভেজে		৵০
কৌতুকশতক	(গল্প)	।০
সরলপাঠ		/০
আদর্শশ্রেণী	(দেখিয়া লিখিবার পুস্তক)	/১০
স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক		॥৵০
১৮৫৯ সালের ১৪ আইন	(সটীক)	৸৵০
বীরবাক্যাবলী		।০
জাগ্রতস্বপ্ন		।৵০

S. XII. Ben.

1. ROWE (Nicholas)
[Anutāpinī nava-kāmini. Bengali tragedy...being a translation of Rowe's 'The Fair Penitent' by Syāmā-charaṇ Dāsa Datta.]

2. SAKALI ALĪKA, pseud.
[Golāpa-nāṭaka. Bengali play.]

3. GURU-PRASANNA VANDYOPĀDHYĀYA.
[Baū haoyā eki dāya, ganja-nāya prāṇa jāya. Bengali play.]

4. KUMĀRA.
[Kumāra-kāminī. Bengali play.]

5. PRĀṆA-NĀTHA DATTA.
[Prāṇeṣvara-nāṭaka. Drama.]

6. NARENDRA-NĀTHA CHAUDHURĪ.
[Chālni balen sūnch tumi nāki chhyāndā. Comedy.]

7. HARIṢCHANDRA MITRA.
[Jayad-ratha-nāṭaka. Drama.]

8. TIN-KAṚI GHOSHĀL.
Shabetree-Shuttoban geetabhee-ney. [Bengali drama.]